বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

রাঁচি, রবিবার
03:09:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>318 >>16 Vadra 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩১৮ >> << ১৬ই, ভাদ্র ১৪৩০>>

চাঁদের মাটিতে ভূমিকম্প মুনকোয়েক রেকর্ড করল ভারতের চন্দ্রযান ৩'এর রোভার প্রজ্ঞান

নয়া দিল্লি ঃ চাঁদে ভূমিকম্প। মহাকাশবিজ্ঞানীরা বলেন, চাঁদের মাটির ভূমিকম্প 'মুনকোয়েক'। পৃথিবীর মতো ভূমিকম্প না হলেও চাঁদের মাটিতে কম্পন হয়। হাল্কা কম্পনের তরঙ্গ বোঝা যায় চন্দ্রপৃষ্ঠেও। সেই কম্পনই রেকর্ড করল ভারতের চন্দ্রযান ৩'এর রোভার প্রজ্ঞান। কতটা তরঙ্গ হলে চাঁদের মাটি কাঁপে সেই তথ্য জোগাড় করে পৃথিবীতে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোকে পাঠিয়ে দিয়েছে সে। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণের পর ল্যান্ডার বিক্রমের ভেতর থেকে চাঁদের মাটিতে নামার পরেই একের পর এক চমক দিচ্ছে প্রজ্ঞান। চাঁদে সালফারের খোঁজ পেয়েছে, হাইড্রোজেনের খোঁজ চালাচ্ছে। খনিজ মৌলের সন্ধান চালাচ্ছে। তার মধ্যেই ভূমিকম্পের কম্পনের মাত্রা রেকর্ড করেছে। ইসরো তার নতুন ভিডিওতে দেখিয়েছিল চাঁদের মাটিতে গোল হয়ে ঘুরছে প্রজ্ঞান। সেই ভিডিও মন জয় করেছে বিশ্ববাসীর। ইসরো জানাচ্ছে প্রজ্ঞান ঘুরে ঘুরে চাঁদের মাটির কম্পন পরীক্ষা করছিল।

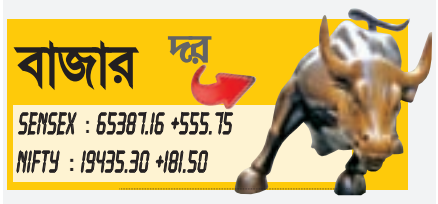

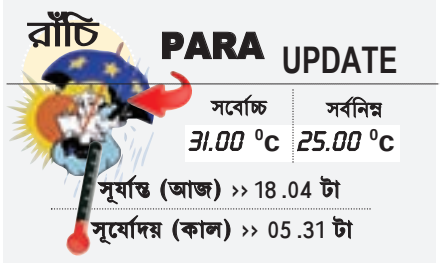

ইলসা (ILSA) অর্থাৎ ইনস্ট্রুমেন্ট ফর লুনার সিসমিক অ্যাকটিভিটি পেলোড দিয়ে চাঁদের মাটির কম্পন পরীক্ষা করছে প্রজ্ঞান। এই পেলোডের কাজ গুরুত্বপূর্ণ। চাঁদের মাটিও ভূমিকম্পপ্রবণ। এই পেলোড পরীক্ষা করবে চাঁদের মাটিতে কীভাবে কম্পন হয়, কতক্ষণ ধরে তা চলে এবং অবশ্যই সেই কম্পনের মধ্যে পড়লে বিক্রম এবং প্রজ্ঞানের কোনও ক্ষতি হবে কিনা। মাইক্রো ইলেক্ট্রো মেকানিক্যাল সিস্টেম প্রযুক্তি ভিত্তিক যন্ত্রটি মাটির যে কোনও প্রকার কম্পন বুঝতে পারে। প্রজ্ঞান ও তার পেলোডগুলি ঘোরাফেরা করার সময় চাঁদের মাটিতে যে কম্পন হয়েছে তাও রেকর্ড করেছে ওই যন্ত্র। আর এসবের মাঝেই ধরা পড়েছে অন্যরকম এক তরঙ্গ। বিজ্ঞানীদের অনুমান, ওই কম্পন ভূমিকম্পেরই। খুবই অল্পমাত্রার তরঙ্গদৈর্ঘ্য যন্ত্রে ধরা পড়েছে। ইলসার পাশাপাশি চ্যাস্ট পেলোডও কাজ করছে। এর কাজ হল চাঁদের মেরু অঞ্চলের তাপমাত্রার প্রকৃতি নির্ধারণ করা। মূলত চন্দ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা, তাপমাত্রার বদল, থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি পরীক্ষা করাই এর কাজ। চাঁদের মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে যন্ত্র ঢুকিয়ে তাপমাত্রা মাপছে প্রজ্ঞান। তার রেডিও অ্যানাটমি অব মুন বাউন্ড হাইপারসেনসিটিভ আয়নোস্ফিয়ার অ্যান্ড অ্যাটমস্ফিয়ারও অ্যাকটিভ হয়েছে। এর কাজ হল চাঁদের মাটিতে প্লাজমার ঘনত্ব বোঝা এবং আয়নিত কণা বা ইলেকট্রিন পার্টিকল পরীক্ষা করা। কীভাবে চাঁদের মাটিতে আয়নিত কণাগুলির নিরন্তর বদল ঘটছে তা পরীক্ষা করছে এই পেলোড।

অগ্রসর হচ্ছে টাইফুন সাওলা, সরানো হয়েছে চীনের গুয়াংডং প্রদেশের ৪ লাখ ৬০ হাজার অধিবাসীকে

বেইজিংঃ চীনের দিকে ধেয়ে আসছে টাইফুন সাওলা। টাইফুনের প্রভাবে, শুক্রবার দিনের শেষে ভূমিধ্বস হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়ায়, দক্ষিণ গুয়াংডং প্রদেশের ৪ লাখ ৬০ হাজারের বেশি অধিবাসীকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সেই অঞ্চলের কর্তৃপক্ষ। তারা জানিয়েছে, শেনজেন এবং হংকং'এ স্কুল, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং পুঁজি বাজার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। পূর্বাভাসে বলা হয়েছেন, বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ২৪০ কিলোমিটার থেকে ২২০ কিলোমিটারে নেমে আসায়, সাওলা সুপার টাইফুন'এর অবস্থান থেকে কম শক্তির টাইফুনে নেমে এসেছে। তবে, এটি ক্যাটাগরি৪ হারিকেনের শক্তি নিয়ে এগিয়ে আসছে। প্রবল ঝড় ও উচ্চ জোয়ারের আশঙ্কা করা হচ্ছে। এর ফলে, বিদ্যুৎ বিভ্রাট, প্রবল বাতাসে সরাসরি ক্ষতি এবং উপকূলীয় বন্যার আশঙ্কা রয়েছে। চীনের কর্মকর্তারা বলেছেন, ঝড়টি এই প্রদেশে আঘাত করা, সবচেয়ে শক্তিশালী পাঁচটি ঝড়ের মধ্যে একটি হতে পারে। চীনের রাষ্ট্র পরিচালিত সংবাদ সংস্থা সিনহুয়া জানিয়েছে, গুয়াংডং প্রদেশের প্রায় ৮৫ হাজার মাছ ধরার জাহাজ বন্দরে ফিরে গেছে। আর, ৮২টি উপকূলীয় রিসোর্ট সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ঝড়ের আগে, হংকং'এ শতাধিক ফ্লাইট বাতিল করা হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সিনহুয়া জানিয়েছে, জিয়াং চাওশান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বৃহস্পতিবার ৬০টি ফ্লাইট বাতিল করেছে। অন্যদিকে, প্রদেশের আরেকটি বিমানবন্দর হুইঝো পিংটান শুক্রবার ২১টি ফ্লাইট বাতিল করার পরিকল্পনা করে। শুক্রবার ভোরে হংকং অবজারভেটরি ৮ নম্বর বিপদ সংকেত দেখিয়েছে। শহরের আবহাওয়া সতর্কতা ব্যবস্থায় এটি তৃতীয় সর্বোচ্চ সতর্কতা। অবজারভেটরির তথ্য অনুসারে, সাওলা শুক্রবার দিন শেষে হংকং'এর ৫০ কিলোমিটারের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চল অতিক্রম করবে, প্রবল বৃষ্টিপাত ঘটাবে এবং শনিবার ভোরে গুয়াংডং প্রদেশে আঘাত হানবে। শনিবার থেকে রবিবার পর্যন্ত উপকূল বরাবর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হওয়ায় মধ্য দিয়ে, ঝড়টি দুর্বল হয়ে পড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

জর্জিয়া নির্বাচনে হস্তক্ষেপের অভিযোগে নিজেকে নির্দোষ দাবি করলেন ট্রাম্প

নিউ ইয়র্ক ঃ বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প নিজেকে এই অভিযোগে নির্দোষ দাবি করেছেন যে ২০২০ সালের জর্জিয়া রাজ্যে নির্বাচনের ফলাফল তিনি অবৈধ ভাবে পাল্টে দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ঐ মামলায় আগামি সপ্তাহে নির্ধারিত হাজির হওয়ার বিষয়টিও স্থগিত করেন। তার মানে হচ্ছে নির্বাচনে হস্তক্ষেপের মামলায় ১৯ জন বিবাদির একজন হচ্ছেন ট্রাম্পকে আটলান্টায় ফুল্টন কাউন্টির সুপেরিয়র কোর্টের বিচারক স্কট ম্যাকআফি সামনে আগামি দিনগুলোতে হাজিরা দিতে হবে না । এই মামলার বিচারে কোন দিন এখনও নির্ধারণ করা হয়নি। ট্রাম্পের সঙ্গে বিবাদি পক্ষের অন্যরাও নিজেদের নির্দোষ দাবি করে আনুষ্ঠানিক ভাবে আদালতে হাজির হওয়ার বিষয়টি স্থগিত করেছেন। গত সপ্তাহে ট্রাম্প নিউ জার্সির গল্ফ খেলার অবকাশ কেন্দ্র থেকে ফুল্টন কাউন্টির কারাাগারে আত্মসমর্পণ ও গ্রেপ্তার হতে যান এবং তার বিরুদ্ধে ১৩ টি অভিযোগে তার আঙ্গুলের ছাপ দেন। তিনিই হচ্ছেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্টদের মধ্যে এক মাত্র ব্যক্তি যা ' মাগ শট' নেয়া হয়। ট্রাম্প হচ্ছেন ২০২৪ সালে রিপাপলিকান পার্টির শীর্ষ প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ।

বাজার দর

SENSEX : 65387.16 +555.75
NIFTY : 19435.30 +181.50

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
31.00 °c	25.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .04 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .31 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী)
56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

কংগ্রেস নেতারা নিজের ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন বলে অভিযোগ রাজ্য বিজেপির ঃ পূর্ব বঙ্গীয় একটি বিশেষ শ্রেণীকে প্রাধান্য দেওয়া কংগ্রেস অসমীয় জাতির স্বার্থে কিছু করেনি বলে মন্তব্য দলীয় মুখপাত্র ড০ জুরি শর্মা বরদলৈর

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আগামী ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে শাসক বিরোধী পক্ষ একে অপরের সমালোচনায় ব্যস্ত হয়ে উঠা পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষ করে রাজ্য বিজেপি এবং অসম প্রদেশ কংগ্রেসের মধ্যে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের ধারা অব্যাহত রয়েছে। কংগ্রেস নেতারা নিজের ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন বলে এবার অভিযোগ উত্থাপন করেছে রাজ্য বিজেপি। পূর্ব বঙ্গীয় একটি বিশেষ শ্রেণীকে প্রাধান্য দেওয়া কংগ্রেস অসমীয় জাতির স্বার্থে কিছু করেনি বলে মন্তব্য করেছেন দলীয় মুখপাত্র ড০ জুরি শর্মা বরদলৈ।

গুয়াহাটি মহানগরের বশিষ্ঠ স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে শুক্রবার আযোজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলের মুখপাত্র অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন কংগ্রেস দলের নেতারা নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের বাইরে অসমবাসীর কথা কখনো চিন্তা করেননি। প্রায় প্রায় শতক পুরানো কংগ্রেস দল নিজেদের কার্যকর্তার জন্য একটি আধুনিক কার্যালয় নির্মাণ করতে না পাড়া অতি লজ্জাজনক কথা। অবশ্যই এক্ষেত্রে বিফল হলেও প্রদেশ কংগ্রেস নেতারা মহানগরের হাতিগাও এলাকার পাশাপাশি অন্য বহু এলাকায় সম্পত্তির পাহাড় গড়েছেন। ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য, জেলা তথা মন্ডলের কার্যালয়গুলো দলের কার্যকর্তারা অর্থ সাহায্য, শ্রম এবং ত্যাগের বিনিময়ে গড়ে তুলেছেন। বিজেপির কার্যকর্তারা দলের ভবিষ্যৎ চিন্তা করেন। অথচ কংগ্রেস নেতারা নিজের ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র ড০ জুরি শর্মা বরদলৈ অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরাকে কটাক্ষ করে বলেন প্রকৃতার্থে এই নেতা কোনদিনও সাধারণ মানুষের মন স্পর্শ করতে পারেননি। এর ফলে প্রতিটি নির্বাচনে তাকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। মহাভারতের জ্ঞান না থাকা তথা প্রত্যেকের আরাধ্য দেবতাকে বিতর্কের মধ্যে টেনে এনে তরল মন্তব্য করে চলেছেন তিনি। ফলে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার রাজ্যের সম্মানীয় মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকাকে সমালোচনা করার কোনো নৈতিক অধিকার নেই। রাজ্যের অন্যতম যুব মন্ত্রী নিজের কর্ম দক্ষতার মাধ্যমে ইতিমধ্যে অসমের সাধারণ মানুষের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র বলেন একইভাবে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে রাজ্যের চতুরদিকে উন্নয়নের অদ্ভুত জাগরণের সৃষ্টি হয়েছে। কংগ্রেসী নেতারা এই ধরনের বৃহৎ পরিবর্তন দেখে নিজেরা লজ্জাবোধ করার পাশাপাশি নিজে অপরাধী বলে অনুভব করছেন। এর ফলেই হয়তো কংগ্রেস নেতারা নিজেদের জামা কাপড় ছিড়ে ফেলে প্রতিবাদ করে সময় অসময়ে তরল মন্তব্য করে নিজেদের হতাশাগ্রস্ততা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরছেন বলে মন্তব্য করেন রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র ড০ জুরি শর্মা বরদলৈ।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

গ্যাবনের অজনপ্রিয় প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করতে নির্বাচনী ফলাফল ছিলো সেনাদের একটি অজুহাত বলছেন বিশ্লেষকরা

গ্যাবন (এজেন্সী) ঃ ধারণা করা হচ্ছে যে, বিদ্রোহী সেনাদের দ্বারা গ্যাবনের প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করার বিষয়টি ছিলো সুপরিকল্পিত। সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ-বিক্ষোভকে ক্ষমতা দখলের পক্ষে কারণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এ কথা বলছেন বিশ্লেষকরা। বুধবার সৈন্যরা প্রেসিডেন্ট আলি বঙ্গো ওডিম্বাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে। তার পরিবার পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে আফ্রিকার তেল সমৃদ্ধ দেশটি শাসন করেছে। অভ্যুত্থানের নেতারা বঙ্গোকে দায়িত্বজ্ঞানহীন শাসনব্যবস্থার জন্য অভিযুক্ত করেছেন তারা বলছেন এই শাসনব্যবস্থা দেশকে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দেয়ার ঝুঁকিতে ফেলেছিলো। বিদ্রোহী সৈন্যরা বলেছে, তারা প্রেসিডেন্টকে গৃহবন্দী করেছে এবং মন্ত্রিসভার বেশ কয়েকজন সদস্যকে আটক করেছে। এদিকে, আফ্রিকান ইউনিয়নের শান্তি এবং নিরাপত্তা পরিষদ বৃহস্পতিবার বৈঠক করেছে এবং দেশটির সাংবিধানিক শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত এইউ'এর সকল কার্যক্রম থেকে গ্যাবনকে অবিলম্বে স্থগিত রাখার ঘোষণা দিয়েছে। আফ্রিকান ইউনিয়নের সকল শাখা ও প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম থেকেও গ্যাবনের কার্যক্রম স্থগিত রাখার ঘোষণা দেন তারা। গত সপ্তাহান্তে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বঙ্গোকে বিজয়ী ঘোষণা করার কয়েক ঘণ্টা পর, গ্যাবনের এলিট বাহিনী, রিপাবলিকান গার্ডের প্রধান জেনারেল ব্রিস ক্লোটেয়ার ওলিগুই এনগুইমাকে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে দেশটির নতুন নেতা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পর্যবেক্ষকরা বলেছেন, এই নির্বাচনে অনিয়ম এবং স্বচ্ছতার অভাব ছিলো। গ্যাবনের এই অভ্যুত্থান হলো, গত তিন বছরে মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকায় সংগঠিত অষ্টম সামরিক অভ্যুত্থান। আর, নিজারের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রায় এক মাস পর এই অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় । নিজার, প্রতিবেশী বুরকিনা ফাসো ও মালির তুলনায় গ্যাবনকে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। নিজার এবং মালিতে, ২০২০ সাল থেকে দুটি করে অভ্যুত্থান হয়েছে এবং দেশ দু'টি চরমপন্থী সহিংসতায় জর্জরিত। বঙ্গোর পরিবারের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতি এবং দেশের তেল সম্পদকে দেশটির প্রায় ২০ লাখ জনসংখ্যার কল্যাণে ব্যবহার না করার অভিযোগ রয়েছে।

আহ্বান ইন্ডিয়া শব্দের ব্যবহার ছেড়ে ভারত শব্দ প্রয়োগ করার আহ্বান আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের

একজন অপরজনকে 'জয় ভারত' বলে সম্বোধন করার পরামর্শ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সর্বভারতীয় স্তরের ১৬ টি রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে এক মঞ্চ গঠনের মাধ্যমে বিজেপির বিরুদ্ধে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এক্ষেত্রে বিরোধী মঞ্চ নিজেদের নাম ইন্ডিয়া বলে রেখেছে। এরপরেই সারা দেশ জুড়ে শাসকবিরোধী দুই পক্ষই ইন্ডিয়া এবং ভারত এই শব্দ দুটির ব্যাপক ব্যবহার শুরু করেছে। বিরোধী পক্ষ নিজেদের ইন্ডিয়া বললেও বিজেপি ভারত শব্দের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এবার এই ধারা অব্যাহত রাখলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। তিন দিনের অসম সফরে এসে ইন্ডিয়া শব্দের ব্যবহার ছেড়ে ভারত শব্দ প্রযোগ করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। তাছাড়া একজন অপরজনকে 'জয় ভারত' বলে সম্বোধন করারও পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত সাংগঠনিক নানা কার্যসূচির জন্য তিনদিনের রাজ্য সফরে এসেছেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। শুক্রবার তিনি লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সরাসরি মহানগরের ফেন্সি বাজার উপস্থিত হয়ে জৈন ধর্মের এক কার্যসূচিতে অংশ নিয়েছেন। নিজের ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন আমাদের প্রত্যেকের ইন্ডিয়া শব্দের ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া উচিত। কখনো কখনো ইংরেজিতে কথা বলা ব্যক্তিদের সামনে এই শব্দটি ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটাই যে কিছু কিছু শব্দের অনুবাদ হয় না। উদাহরণ স্বরূপে তিনি বলেন কারো নাম যদি গোপাল হয় তাহলে সেটা ইংরেজিতে বলার সময় কাউ হেডার বলা যায় না। ইংরেজিতে বললেও সেটা গোপাল বলতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত বলেন ভারত দেশের নাম যুগ যুগ ধরে রয়েছে। এই দেশের নাম ভারত এবং সারা বিশ্বে যেখানেই এই দেশের কথা বলা হবে সেটা ভারত বলেই উল্লেখ করা হবে। ফলে প্রত্যেকেরই নিজের দেশের নাম ভারত বলা উচিত। কারো যদি এটা বুঝতে অসুবিধা হয় কোন ব্যাপার না। সেই ব্যক্তির প্রযোজন হলে সে নিজেই বুঝে নেবেন। ফলে প্রত্যেককে ভারত শব্দের অনুবাদ করে ইন্ডিয়া বলার প্রযোজন নেই। এই দেশের নাগরিকরা সারা বিশ্বের ভাষা শিখবেন কিন্তু নিজের ভাষা ভুলে গেলে চলবে না। ফলে এই দেশের নাম ভারত হিসেবেই থাকবে। ইন্ডিয়া শব্দের ব্যবহার ছেড়ে ভারত শব্দ প্রযোগ করতে হবে। একজন অপরজনকে 'জয় ভারত' বলে সম্বোধন করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত।

জাতীয় খবর বাংলা দৈনিক রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

বাংলায় কাজ নেই। তাই এরাজ্যের খেটে খাওয়া মানুষেরা ভিন রাজ্যে যাচ্ছেন। সেখানে গিয়ে দুর্ঘটনা শিকার হচ্ছেন। মৃত্যুও পর্যন্ত হচ্ছে ঃ কৌস্তভ বাগচী

মালদা ঃ মিজোরামে নির্মীয়মান রেল ব্রিজ দুর্ঘটনায় মালদায় মৃত শ্রমিক পরিবার পিছু একজনকে চাকরি এবং ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণের দাবী জানালো রাজ্য কংগ্রেস নেতা তথা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী। শুক্রবার দুপুরে মালদায় মৃত শ্রমিকদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে আসেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিবি আনন্দ বোস। সেই সময় মালদা টাউন স্টেশনে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে রাজ্য কংগ্রেস নেতা কৌস্তভ বাগচী সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব মৃত পরিবারদের এই ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা এবং কর্মসংস্থানের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় তুমুল সমালোচনা করেছেন। রাজ্য কংগ্রেস নেতা কৌস্তভ বাগচী বলেন, বাংলায় কাজ নেই। তাই এরাজ্যের খেটে খাওয়া মানুষেরা ভিন রাজ্যে যাচ্ছেন। সেখানে গিয়ে দুর্ঘটনা শিকার হচ্ছেন। মৃত্যুও পর্যন্ত হচ্ছে। মিজোরামের যে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তা মর্মান্তিক। মালদার একসঙ্গে এত জন শ্রমিকের মৃত্যু কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। সামান্য কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়ে চুপ করে বসে থাকলে হবে না সরকারকে। মালদার যতগুলো শ্রমিকদের মিজোরামে মৃত্যু হয়েছে এই দুর্ঘটনায়, তাদের পরিবার কিছু একজনকে চাকরি এবং ন্যূনতম ১০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবির কথা রাজ্যপালকে জানিয়েছি। ভবিষ্যতে শ্রমিকদের বিষয়টি নিয়েও যাতে ভাবনা চিন্তা করে সরকার সেই ব্যাপারেও পথে নামবে কংগ্রেস।

দার্জিলিংএর পাতাবংএ ভূমিধস, মৃত এক

দার্জিলিং ঃ লাগাতার ভারী বৃষ্টিতে দার্জিলিংয়ে ধস।সোম তাকভর সংলগ্ন পাতাবং এলাকায় ধসের জেরে মৃত্যু হলো একজনের।মৃতের নাম বাবুলাল রাই।ঘটনার পর দমকল ও উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে মাটির নীচ থেকে বাবুলাল রাইয়ের দেহ বাইরে বের করে আনে।বাবুলাল রাইয়ের মৃত দেহ পাঠানো হয়েছে ময়না তদন্তের জন্য। পাহাড়ে এখনও পর্যন্ত একনাগাড়ে চলছে বৃষ্টি। এভাবে বৃষ্টি চলতে থাকলে আরও ধসের আশঙ্কা রয়েছে। ওই এলাকার আরো বেশ কয়েকটি বাড়ি ধসে যাওয়ার আশঙ্কায় ওই সমস্ত বাড়ির সদস্যদের অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছে প্রশাসন। অ

ভারী বৃষ্টিতে জলপাইগুড়ি শহরে ঢুকলো জল, তিস্তায় লাল সংকেত

জলপাইগুড়ি ঃ রাতভর একটানা ভারী বৃষ্টি। শুক্রবার বেলা বাড়ার সাথে সাথে করলা নদীর জল ঢুকে পড়ে জলপাইগুড়ি পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ড নেতাজিপাড়া পরেশ মিত্র কলোনী এলাকায়।বেশ কিছু বাড়ি জলমগ্ন। সমস্যায় বহু মানুষ।করলা নদীর পাশে স্থায়ী বাঁধ না থাকার কারণেই নদীর জল বেড়ে গিয়ে জল ঢুকে পড়ায় বিপত্তি।গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে জলপাইগুড়ি সহ উত্তরের বেশ কয়েকটি জেলাতেই চলছে ভারী বৃষ্টি।গত চব্বিশ ঘন্টায় জলপাইগুড়িতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৪৩ মিলিমিটার, শিলিগুড়িতে ২২৩ মিলিমিটার, মালবাজারে ৭১.১০ মিলিমিটার। পাহাড় সহ সমতলে লাগাতার ভারী বৃষ্টির কারণে ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়ি জেলার তিস্তা, জলঢাকা সহ বিভিন্ন নদীর জলস্তর বাড়ছে।শুক্রবার সকালে জলপাইগুড়ির ফ্লাড ওয়ার্নিং অথরিটি অফিস সূত্রে জানা গেছে, জলঢাকা নদী সংলগ্ন ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক, মেখলিগঞ্জ, এবং দমোহনি থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত তিস্তা নদীর অববাহিকায় লাল ও হলুদ সংকেত জারি করা হয়েছে।পাহাড়ে ভারী বৃষ্টির প্রভাব পড়ছে সমতলের নদী গুলোর ওপর। জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার মহকুমার বিভিন্ন পাহাড়ী ঝোরা গুলোতে হড়পা বানের আশংকা রয়েছে এই কারণে। এর সঙ্গে ওদলাবাড়ীতে অবস্থিত তিস্তা ব্যারাজ থেকে বাড়তি ৬০২৮.৭৯ কিউমেক জল ছাড়ার কারণে শুক্রবার বিকেলের দিকে তিস্তা নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাবার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে বলে সেচ দপ্তর সূত্রের খবর।তবে সেচ দপ্তর সূত্রের আরো খবর দোমহনি থেকে বাংলাদেশ বর্ডার অসুরক্ষিত এলাকায় লাল সর্তকতা জারি।পাশাপাশি সুরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা। অপরদিকে জলঢাকা এনএইচ ৩১ সুরক্ষিত এবং অসুরক্ষিত এলাকায় হলুদ সর্তকতার পাশাপাশি মেখলিগঞ্জে হলুদ সতর্কতা।

ফের জলমগ্ন শিলিগুড়ির অশোকনগর এলাকা

শিলিগুড়ি ঃ ফের জলমগ্ন শিলিগুড়ির অশোকনগর এলাকা।বৃহস্পতিবার রাত থেকে লাগাতার বৃষ্টি, আর তার ফলে জলমগ্ন হলো শিলিগুড়ি পুরনিগমের অশোকনগর এলাকা।এলাকাবাসীদের ক্ষোভ একটু বৃষ্টি হলেই হাঁটু জল পেরিয়ে কাজে যেতে হয় তাদের। বহু বাড়িতে জল ঢুকে গেছে।ফলে চরম দুর্ভোগের মধ্যে পরতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। পুরনিগমকে বারংবার বলা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত কোনো সুরাহা মেলেনি।যদিও শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব আশ্বাস দিয়েছেন অশোকনগরের জল সমস্যা দ্রুত সমাধান করা হবে,তবে তা কবে বাস্তবায়িত হতে চলেছে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে অশোকনগর এলাকাবাসী।

এই বেশ ভালো থেকো নাচি — রাজা দেবরায়

বর্তমান সময়ের অত্যন্ত জনপ্রিয় কবি শ্রীজাতের লেখা দিয়ে শুরু করছি, আমরা ফুলের সুগন্ধ নিই, এটুকুই পারতাম, আগুনের কোন পদবী হয় না, নচিকেতা যার নাম। পয়লা সেপ্টেম্বর বাংলা গানের 'ডন', সাংস্কৃতিক যোদ্ধা নচিকেতার জন্মদিন।

একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ১৯৯৩ সালে হঠাৎ বাংলা গানের ধারাকে পাল্টে দিতে চিৎকার করে বলেছিলেন, এই বেশ ভালো আছি, শুধু বিষ শুধু বিষ দাও অমৃত চাই না, হাসপাতালের বেডে টিবি রোগীর সাথে খেলা করে শুয়োরের বাচ্চা! নতুন এক প্রেমিকের থুড়ি মেরুদণ্ডী প্রেমিকের আবির্ভাব ঘটেছিলো। বলেছিলেন, এই তুমি কি আমায় ভালোবাসো? যদি না বাসো তবে পরোয়া করি না! আমি সূর্যের থেকে ভালোবাসা নিয়ে রাঙাবো হৃদয় তার রঙ দিয়ে, পোশাকি প্রেমের প্রয়োজন বোধ করি না।

বাংলা গানের একঘেয়েমি কাটাতে বা আমি তুমি তুমি আমি পারমোটেশন আর কম্বিনেশনএর ঘেরাটোপ থেকে বাংলা গানকে মুক্ত করতে 'মধ্য গগনে দাঁড়িয়ে থাকা সূর্য' নচিকেতা 'আগুনপাখি' হয়ে জন্ম নিলেন। এসেই বললেন, যখন সময় থমকে দাঁড়ায়, নিরাশার পাখি দু'হাত বাড়ায়, খুঁজে নিয়ে মন নির্জন কোণ, কী আর করে তখন, স্বপ্নস্বপ্নস্বপ্ন স্বপ্ন দেখে মন। যুবরা উল্লাসে ফেটে বললো, আরে এ যে আমার মনের কথা, আমার কথা। গান নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো একদল যুব সম্প্রদায়। তাঁদের কণ্ঠেও বেজে উঠলো, বেকার যুবকদের সান্ত্বনা একটাই, চাকুরীর বদলে আছে প্রেম! 'নীলাঞ্জনা' সবার প্রেমিকা হয়ে উঠলো রাতারাতি।

প্রেমিক হলে যে মেরুদণ্ডী প্রেমিক হতে হয়, নচিকেতা বুঝিয়ে দিলেন এই বলে, যখন আমার ঘরেতে আঁধার, নেই একফোঁটা কেরোসিন, পাওনাদারের অভিশাপ শুনে জেরবার হয় বুড়ো বাপ, আমি তো তখন পারবো না খেতে চাইনিজ বারে চাউমিন, এই তুমি কি আমায় ঘৃণা করো? যদি ঘৃণা করো তবে পরোয়া করি না, আহা বয়ে গেছে সেই ভালোবাসা ধরে, বহুতে হারানো স্বপ্নকে ছেড়ে, সবাই তো আর নিজেকে বেঁচতে পারেনা।

বাংলা গানে নতুন এক লেবেল পড়লো, জীবনমুখী গান! নতুন ধারা, নতুন কথা, নতুন ভাবনা, নতুন উপস্থাপনা, নতুন গায়কী, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। সেই মানুষটিই আবার একবুক যন্ত্রণা নিয়ে ব্যঙ্গ করে বলেছেন, যদি চাও সফলতা মেনে নাও এই সিস্টেম, ফেলে দাও স্রোতের মুখে আদর্শ বিবেক ও প্রেম, এ সমাজ মানবে তোমায় গাইবে তোমারই জয়গান, আমি কোন বাউল হবো এটাই আমার অ্যাম্বিশান। রাজনৈতিক চেতনাবোধের উল্লেখও আমরা পেয়েছি অনির্বাণ, আদিত্য সেন, হল্লাবোল, আমি মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, আমার সোনা চাঁদের কণা সহ বিভিন্ন গানে।

বৃদ্ধাশ্রম তো অতি বিখ্যাত একটি গান। এছাড়াও পণবিরোধী গান, আসলে দিলে পণ, দেবে রে তন ও মন, তোকেই সুন্দরী বলবে সব শালাই। ডাক্তার, সরকারী কর্মচারী, বক্স অফিস, জ্যোতিষের ভণ্ডামি সমাজকে সচেতন করার বিখ্যাত গানগুলো বহুবার নচিকেতার কথায় ও সুরে এবং অবশ্যই তাঁর সুরেলা কণ্ঠে আমরা শুনতে পেয়েছি। এই মানুষটি আবার প্রেমের নতুন আঙ্গিক, নতুন রঙ, নতুন শেড খুঁজে পান প্রায়শই। একটি গানে বলেছেন, ভালোবাসা আসলে একটা চুক্তি যেন, অনুভূতি টনুভূতি মিথ্যে, কেউ দেবে নিরাপত্তা কেউ বিশ্বাস, আসলে সবাই চায় জিততে, ভালোবাসা আসলে পিট্যুইটারির খেলা, আমরা বোকারা বলি প্রেম, ইট'স এ গেম ইট'স এ গেম ইট'স এ গেম। আবার তিনিই বলছেন, সঙ্কীর্ণ মনের মানুষ যারা, তারাই তো ভালোবাসে একবার, যার মন বড় যতো দেখে ভালো অবিরত, তারাই তো ভালোবাসে বারবার! এছাড়াও বলেছেন, সে ছিলো তখন ঊনিশ, আমি তখন ছত্তিরিশ, প্রেমে পড়তে লাগে না বয়স, মনে থাকে না ঊনিশ বিশ।

বাংলা গানে গজলের মজাটাও আমরা বহুবার পেয়েছি তাঁর সৃষ্টিতে। যেমন এই আগুনে হাত রাখো, যেভাবেই তুমি সকাল দেখো সূর্য কিন্তু একটাই, অনির্বাণ, যখন সময় থমকে দাঁড়ায়, এ মন ব্যাকুল যখন তখন, আমার ইচ্ছে করে আকাশ বাড়ির ছাদ ইত্যাদি। এছাড়াও আরও বহু বহু গান আমাদের উপহার দিয়েছেন যা লিখে শেষ করা যাবে না। তিনি উদার্ত কণ্ঠে বাস্তবের আয়নায় দাঁড়িয়ে বলতে পেরেছেন, এই তো জীবন, আছে বলো কতক্ষণ? জীবনের বাজি ধরা কভু জেতা কভু হারা, এই তো জীবন, আজ আমি নচিকেতা কুলীন সঙ্গীত বিক্রেতা, কাল হরিজন, এই তো জীবন।

পরিশেষে, গোটা বিশ্ব যখন একটা অস্থির পরিবেশের মধ্য দিয়ে এবং অস্থির পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলছে তখন নচিকেতার বাণী দিয়েই আবারও স্বপ্ন দেখা শুরু করি চলুন, একদিন ঝড় থেমে যাবে, পৃথিবী আবার শান্ত হবে। বসতি আবার উঠবে গড়ে, আকাশ আলোয় উঠবে ভরে, জীর্ণ মতবাদ সব ইতিহাস হবে, পৃথিবী আবার শান্ত হবে।

রেলমন্ত্রকের পাঠানো সাড়ে নয় লক্ষ টাকার চেক এবং ৫০ হাজার টাকার নগদ আর্থিক অনুদান মালদার মৃত শ্রমিকদের পরিবারের হাতে তুলে দিলেন রাজ্যপাল

মালদা ঃ মিজোরামে দুর্ঘটনাগ্রস্ত মালদার মৃত শ্রমিকদের পরিবারের পাশে থাকার কথা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। পাশাপাশি রেলমন্ত্রকের পাঠানো সাড়ে নয় লক্ষ টাকার চেক এবং ৫০ হাজার টাকার নগদ আর্থিক অনুদান মালদার মৃত শ্রমিকদের পরিবারের হাতে তুলে দিলেন রাজ্যপাল। এদিন রাজ্যপালের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রেলের পদস্থ কর্তারা। শুক্রবার দুপুরে কলকাতা থেকে সুপারফাস্ট ট্রেনে করে মালদা টাউন স্টেশনে আসেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েই মিজোরামে মৃত মালদার শ্রমিকদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে পুখুরিয়া থানার কোকলামারি চৌদুয়ারী এলাকায় যান রাজ্যপাল। সেখানে যাওয়ার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যপাল প্রথমেই একটি বাংলায় মৃত শ্রমিকদের প্রতি শোকবার্তা পড়ে শোনান। এরপর রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বলেন, একসঙ্গে এতজন শ্রমিকের মৃত্যুতে সম্পূর্ণভাবে মর্মাহত তিনি। তবে এখন কোনরকম ভাবেই সমালোচনা করার সময় নয়। মৃত শ্রমিকদের পরিবারের পাশে থেকে সবাইকে সহযোগিতা করতে হবে। রাজ্যপাল আরো বলেন, এই দুর্ঘটনার বিষয়টি জানতে পেরে আমি রেলমন্ত্রীকে টুইট করেছিলাম। এদিন রেলমন্ত্রীকে তরফ থেকে মৃতদের পরিবার পিছু ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, গত বুধবার সকাল দশটায় মিজোরামের পার্বত্য এলাকায় রেলের নির্মীয়মান ব্রিজ ভেঙে মৃত্যু হয় মালদা ২৩ জন শ্রমিকের। যাদের মধ্যে ১৮ জন শ্রমিকের দেহ সনাক্ত করে মিজোরাম সরকার। এখনো নিখোঁজ রয়েছে পাঁচ জন। এই ঘটনার পর মিজোরাম থেকে অ্যাম্বুলেন্স করে মালদার মৃত শ্রমিকদের দেহ পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরই মধ্যে রাজ্য সরকার পক্ষ থেকে মৃত মালদার শ্রমিকদের পরিবারকে এগুলিকে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহযোগিতা করেছে। মৃত শ্রমিকদের মধ্যে অধিকাংশের বাড়ি, মালদার চাচল মহকুমার পুখুরিয়া থানা চৌদুয়ার এলাকায়। বাকি মৃত শ্রমিকদের বাড়ি ইংরেজবাজার ব্লকের ফ্যাক্টরি এবং নরহাট্টা এলাকায়।

যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে চলেনি হাওড়া থেকে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ যাত্রীদের

শিলিগুড়ি ঃ যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে চলেনি হাওড়া থেকে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। তার পরিবর্তে যাত্রীদের হাওড়া স্টেশন থেকে দেওয়া হলো যুব এক্সপ্রেস। ট্রেনের বেহাল পরিস্থিতির কারণে ব্যাপক ক্ষোভ যাত্রীদের মধ্যে।শুক্রবার সকালে হাওড়া থেকে ছাড়ার কথা ছিল বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। কিন্তু যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে চলেনি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। তার পরিবর্তে যাত্রীদের সুবিধার্থে বিকল্প একটি ট্রেনের ব্যবস্থা করে রেল কর্তৃপক্ষে। দেওয়া হয় যুব এক্সপ্রেস। কিন্তু সেই ট্রেনের পরিস্থিতিও খারাপ।নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের পৌঁছানোর নির্দিষ্ট সময় থেকে প্রায় দেড় ঘন্টা দেড়িতে পৌছায়। ফলে দেড়ি হওয়ায় যাত্রী ও পর্যটকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

হেমতাবাদে এক নার্সিং ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য

উত্তর দিনাজপুর ঃ এসএসকেএম এ নার্সিং ছাত্রীর মৃত্যুর ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের হেমতাবাদে এক নার্সিং ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। মৃত ছাত্রীর নাম সায়নী সরকার, শোয়ার ঘর থেকে নার্সিং পড়ুয়া ছাত্রীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল কশবা মাহাশো এলাকায়। সে ব্যাঙালোর এ এক বেসরকারি নার্সিং কলেজে পড়াশোনা করতো ১মাস হলো বাড়িতে এসেছে। বৃহস্পতিবার রাত্রি এগারোটা নাগাদ পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেলকলেজ ও হাসপাতালে মর্গে পাঠিয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হবে। তবে কি কারণে আত্মঘাতী হল ওই ছাত্রী তা নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা চন্দনা তরফদার বলেন.

মহিষ নিয়ে নদী পার করতে গিয়ে এক ৪৯ বছরের বৃদ্ধ তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু

মালদা ঃ মহিষ নিয়ে নদী পার করতে গিয়ে এক ৪৯ বছরের বৃদ্ধ তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু, ঘটনার ব্যাপক চাঞ্চল্য বামন গোলা ব্লকের ডাকাত পুকুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে শুক্রবার আনুমানিক ১০টা নাগাদ পরমেশ্বর সরেন (৪৯) নামের এক বৃদ্ধ তার মহিষ নিয়ে ধর্মডাঙ্গা টাঙ্গন নদী পার করতে গিয়ে তলিয়ে যায়। ওই খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ওই বৃদ্ধকে প্রায় ২ ঘন্টা পর নদী থেকে উদ্ধার করেন। কিন্তু পরবর্তীতে ওই মৃতদেহ স্থানীয় বাসিন্দারা হাত দেন না, সেই খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ বামনগোলা থানার আইসি শংকর সরকার ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিজের হাতে ওই মৃত উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো ব্যবস্থা করেন। এ বিষয়ে স্থানীয় এক বাসিন্দা জানিয়েছেন বামনগোলা থানার আইসি নিজের হাতে ওই মৃতদেহ গাড়িতে তোলেন, এমন মহৎ কাজের জন্য সাধুবাদ জানিয়েছেন ওই এলাকার সাধারণ মানুষ। ওই মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো পর পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাড়ি তৈরির জন্য ব্যাংকের লোন না পেয়ে মহাজনের কাছে পাঁচ লাখ টাকা ধার করেছিলেন সাটটারি গ্রামের বাসিন্দা জাল্লু সরকার

মালদা ঃবাড়ি তৈরির জন্য ব্যাংকের লোন না পেয়ে মহাজনের কাছে পাঁচ লাখ টাকা ধার করেছিলেন সাটটারি গ্রামের বাসিন্দা জাল্লু সরকার। পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন রাজ্যে কাজ করে ধীরে ধীরে সেই মহাজনের টাকা শোধ করবেন। এজন্য জাল্লু সরকার সহ তার চার ভাইয়েরা গিয়েছিলেন মিজোরামে দিনমজুরির কাজ করতে। কিন্তু বুধবারের নির্মীয়মান রেল ব্রিজের ভেঙে পড়ায় জাল্লু সরকার সহ পরিবারের চারজনেরই মৃত্যু হয়েছে। আর তারপর থেকেই মাথায় হাত পড়েছে গোটা পরিবারের। মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের বিনোদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাটটারি এলাকার বাসিন্দা জাল্লু সরকারসহ তারই পরিবারের চারজন পুরুষের মৃত্যুর ঘটনা এখন গোটা গ্রাম শোকে মুর্ঝমান। গ্রামবাসীরা এখন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের ওপর চরম ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, একশ দিনের কাজ বন্ধ। আবাস যোজনায় বাড়ি তৈরীর কোনো সুযোগ নেই। ফলে দিনমজুরদের এখন ভিন রাজ্যের ছুটতে হচ্ছে উপার্জনের জন্য। মহাজনের টাকা শোধ করার জন্য মিজোরামে কাজ করতে গিয়ে একটা পরিবারের চারজন পুরুষই শেষ হয়ে গেল। অসহায় ওই পরিবারের এখন দেখার কেউ নেই। আমরা এর বিহিত চাই। উল্লেখ্য, গত বুধবার সকাল দশটায় মিজোরামের রাজধানী আইজল থেকে ২১ কিলোমিটার দূরে পার্বত্য এলাকায় নির্মীয়মান রেল ব্রিজ ভেঙে মালদার ২৩ জন শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। সেইসব শ্রমিকদের মৃতদেহ শুক্রবার পৌঁছানোর কথা। মৃত শ্রমিকদের মধ্যে অধিকাংশই রয়েছে মালদার পুখুরিয়া থানার চৌদুয়ার গ্রামের বাসিন্দা। এছাড়াও ইংরেজবাজার ব্লকের সাটটারি এলাকার আরো মৃত শ্রমিকেরা রয়েছে। যাদের মধ্যে জাল্লু সরকারের পরিবারের চারজন রয়েছে। দুর্ঘটনা এই চারজনেরই মৃত্যু হয়েছে। মৃত জাল্লু সরকারের এক আত্মীয় চৈতন্য সরকার বলেন, একটা সময় রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বাংলা আবাস যোজনায় ঘর পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু সেটাও বন্ধ হয়ে রয়েছে। ১০০ দিনের কাজ নেই। এমনি কাজ করলে দিনে ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা রোজগার হয়। আর ভিন রাজ্যে কাজ করতে গেলে ৮০০ থেকে এক হাজার টাকা উপার্জন হয়। জাল্লু সরকার বাড়ি তৈরির জন্য মহাজনের কাছ থেকে পাঁচ লাখ টাকা ধার করেছিল। শ্রমিকের কাজ করে কিছু টাকা শোধ করেছিল ঠিকই। বাকি টাকা শোধ করার জন্যই মিজোরামে চার ভাইকে নিয়ে গেছিল কাজ করতে। আর দুর্ঘটনায় চারজনেরই মৃত্যু হয়েছে। মৃত জাল্লু সরকারের স্ত্রী সারথি সরকার জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় পরিবারে চারজন পুরুষই মারা গিয়েছে। এখন পুরুষশূন্য গোটা পরিবার। কিভাবে মহাজনের টাকা শোধ হবে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদেরকে কিভাবে মানুষ করবেন, আর সংসারই বা কিভাবে চলবে কিছুই বুঝতে পারছেন না তারা। যদিও ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দুই লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু সামান্য সেই টাকায় কিভাবে চলবে তাদের ভবিষ্যৎ, এই ভাবনাতেই এখন বিভোর মৃত জাল্লু সরকারের পরিবার। স্থানীয় গ্রামবাসীদের দাবি, ওই পরিবারের একজন সদস্যকে অন্তত চাকরির ব্যবস্থা করে দিক সরকার। আর কমপক্ষে ১০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। নইলে পরিবারের আর বাকি যারা রয়েছে তাদের পক্ষে বেঁচে থাকাটা অনেকটাই কষ্টকর হয়ে পড়বে।

নাবালিকা খুনের ঘটনায় অভিযুক্তের দ্রুত ফাঁসি ও পরিবারকে ক্ষতিপূরণের দাবি

শিলিগুড়ি ঃ নাবালিকার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে অভিযুক্তের দ্রুত ফাঁসি ও পরিবারকে ক্ষতিপূরণের দাবি জানানো হয়। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এমনই দাবি জানান বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যরা।প্রসঙ্গত শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় নাবালিকাকে খুনের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার ১২ ঘণ্টার বনধ ডাকা হয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে। বনধের পরই আজ অর্থাৎ শুক্রবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যরা। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে অভিযুক্তের দ্রুত ফাঁসি ও পরিবারকে ক্ষতিপূরণের দাবি জানানো হয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে।

রাত ৮ টায় অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাস

কলকাতাঃ মেখলিগঞ্জের পঞ্চায়েত ভোট মামলা কলকাতা হাইকোর্টে তার এজলাসেই স্থানান্তরিত করলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। টেকনিক্যাল প্রবলেমে সিসিটিভি ফুটেজ না খোলায় ফুটেজ কলকাতা হাইকোর্টে পাঠিয়ে সেখানকার এক্সপার্টদের দিয়ে খতিয়ে দেখবার পাশাপাশি উভয়পক্ষকে হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি। পঞ্চায়েত ভোট সংক্রান্ত একটি মামলার স্টং রুমের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতে মেখলিগঞ্জ ছুটলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। স্ট্রং রুমে অসঙ্গতি করা হয়েছে এই নিয়ে কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ এলাকার নির্দল সহ মোট ১০ জন অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। আজ সেই মামলা উঠেছিল বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এর এজলাসে। এজলাসে জমা দেওয়া ভিডিও ফুটেজ খুলছিলোনা। এরপর বিচারপতিকে বলা হয় মেখলিগঞ্জে একটি সফটওয়্যার আছে যা দিয়ে এই ফুটেজ খোলা যাবে। এইকথা শুনবার পর বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন তিনি এখনই মেখলিগঞ্জ যাবেন। এরপর তিনি বিকেল ৩.৪০ নাগাদ মেখলিগঞ্জ বেরিয়ে যান এরপর মেখলিগঞ্জ আদালতে পৌঁছে সেখানেও সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখবার চেষ্টা করেন। কিন্তু টেকনিক্যাল প্রবলেম এর জন্য সেখানেও ফুটেজ দেখতে পাননি। এরপর তিনি ফের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে ফিরে আসেন। রাত ৮ টায় ফের সার্কিট বেঞ্চের এজলাসে বসেন বিচারপতি। মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী কুনালজিৎ ভট্টাচার্য বলেন রাত ৮ টায় ফের আদালত বসলে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এই ফুটেজ কলাকাতায় পাঠাবার নির্দেশ দেন। এবং সেখানে এক্সপার্ট দের সাহায্য নিয়ে ফুটেজ দেখার নির্দেশ দেন। এডিশনাল এডভোকেট জেনারেল জয়জিৎ চৌধুরী জানান এই মামলা কলকাতা হাইকোর্টে তার এজলাসেই স্থানান্তরের নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি রাজ্য সরকার এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে তিন সপ্তাহ এবং মামলাকারীদের তারপরের দু সপ্তাহের মধ্যে জবাবদিহি করবার নির্দেশ দিয়েছেন।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

‘এক দেশ এক নির্বাচন’ নিয়ে বিতর্ক ভারতে

কলকাতা (পায়েল সামন্ত) ঃ ‘এক দেশ এক নির্বাচন’ নিয়ে ফের তৎপর কেন্দ্র। চলতি মাসে সংসদের বিশেষ অধিবেশনে আসতে পারে এই সংক্রান্ত বিল। বিরোধীরা এই নীতির সমালোচনা করছে।

১৩০ কোটির দেশে একইসঙ্গে হোক লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন। এই লক্ষ্য সামনে রেখে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কয়েক বছর ধরেই ‘এক দেশ এক নির্বাচন’এর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চাইছে।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে ফের এই নীতি নিয়ে তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। ১৮ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে। সেই অধিবেশনে একসঙ্গে দুই নির্বাচন আয়োজন সংক্রান্ত বিল পেশ করা হতে পারে। কীভাবে এই পরিকল্পনা কার্যকর করা যায় তা খতিয়ে দেখতে কেন্দ্র একটি কমিটি গঠন করেছে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে এই কমিটি বিশেষ অধিবেশনে ‘এক দেশ এক নির্বাচন’ নিয়ে রিপোর্ট পেশ করবে।

‘এক দেশ এক নির্বাচন’ বাস্তবায়িত হলে অনেকগুলি সুবিধা হবে বলে সরকারপক্ষের মত। সবচেয়ে বড় সওয়াল, নয়া নীতি কার্যকর হলে ভোট পরিচালনার খরচ অনেকটাই কমবে।

ভোট ঘোষণার পরেই আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর থাকায় নতুন প্রকল্প হাতে নেয়া যায় না। নির্বাচন পরিচালনার জন্য সরকারি আধিকারিকদের বিপুল সংখ্যায় নিযোগে করতে হয় নির্বাচন কমিশনকে। এতে উন্নয়নের কাজে বাধা পড়ে।

এই ব্যবস্থায় ভোটদানের হার বাড়াতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ভোটপর্ব সুষ্ঠু ও অবাধ করা সম্ভব বলেও দাবি করা হচ্ছে।

বিরোধীরা একগুচ্ছ যুক্তি হাজির করছে এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে। সবচেয়ে বড় সওয়াল করা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ঘিরে। তাদের বক্তব্য, কেন্দ্রীয় সরকার এই কাঠামো ক্রমশ ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ধাঁচে ভোটব্যবস্থা পরিচালনা করতে চাইছে।

আঞ্চলিক দলগুলির আশঙ্কা, রাজ্যকেন্দ্রিক বিভিন্ন বিষয়কে ধামাচাপা দিয়ে কেন্দ্রীয় ইস্যুতে সারা দেশের নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে চায় বিজেপি। নির্বাচনে যে বিপুল খরচ হয়, তা জোগাতে সমস্যা হবে ছোট দলগুলির ক্ষেত্রে। অর্থাৎ প্রচারের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়বে তারা। ‘ইন্ডিয়া’ জোটের পক্ষ থেকে কেন্দ্রের উদ্যোগের বিরোধিতা করা হয়েছে।

ভারতের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন একসঙ্গে হওয়ার নজির রয়েছে। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত দুই নির্বাচন একই সঙ্গে হতো।

১৯৫৭ সাল থেকে যতগুলি নির্বাচন হয়েছে, তার মধ্যে সাতটির ক্ষেত্রে সরকার পাঁচ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেনি। বিধানসভার ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটা একশরও বেশি।

১৯৭২ সালের সাধারণ নির্বাচনকে এক বছর এগিয়ে এনেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। তারও আগে ১৯৫৯ সালে কেরলে বাম সরকার ভেঙে দেয়া হয়। কোনো ক্ষেত্রেই সরকার পাঁচ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করেনি।

রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের স্থায়িত্ব এক না হওয়ায় আলাদা সময় দুই ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য বা কেন্দ্রের সরকার তাদের নির্ধারিত মেয়াদ অর্থাৎ পাঁচ বছরের সময়কাল পূর্ণ করতে না পারলে একইসঙ্গে নির্বাচনের পরম্পরা ধরে রাখা যায় না। গত ৮০র দশকে একসঙ্গে ভোট করানোর প্রস্তাব উঠেছিল। নির্বাচন কমিশন এমন প্রস্তাবও দিয়েছিল। তবে সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকার এই সুপারিশ গ্রহণ করেনি। পরবর্তীকালে আইন কমিশনও একযোগে ভোটগ্রহণের উপর জোর দেয়।

এরপর দেড় দশক বিষয়টি নিয়ে আর তেমন আলোচনা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার ২০১৬ সালে ‘এক দেশ, এক নির্বাচন’ নীতি নিয়ে আসার চেষ্টা করে। যদিও সেবার বিষয়টা বেশি দূর এগোয়নি।

কেন্দ্র ২০১৯ সালে আরো একবার সব দলের সহমতের ভিত্তিতে এই পরিকল্পনা কার্যকর করার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু কংগ্রেস, তৃণমূলসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক দল আলোচনায় রাজি হয়নি। গত বছরই জাতীয় নির্বাচন কমিশন বলেছে, লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে তারা সব বিধানসভার ভোটগ্রহণ করতে তৈরি রয়েছে। তবে এজন্য দরকার আইন পাশ করা। শুধু আইন করলেই হবে না, সংবিধানের একাধিক ধারার সংশোধনও দরকার।

ব্যয়ের যুক্তিই সরকাপক্ষের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্ম (এডিআর)এর পশ্চিমবঙ্গ শাখার সঞ্চালক উজ্জয়িনী হালিম বলেন, ‘রাজনৈতিক দলগুলির উচিত নির্বাচনী প্রচারের খরচ কমানো। তার বদলে সস্তায় ভোট সারার যুক্তি অসার।’’

আচরণবিধি সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘‘আচরণবিধি কার্যকর হলেও পুরনো প্রকল্প চালিয়ে যাওয়া যায়। নতুন প্রকল্প ঘোষণায় বাধা থাকে। তবে সেটাও সম্ভব যদি বিশেষ অনুমতি নেয়া হয়। অতীতে সেই নজির আছে।’’

কেন্দ্র চাইলেই এই আইন আনতে পারবে, এমনটা নয়। প্রবীণ সাংবাদিক শুভাশিস মৈত্র বলেন, ‘‘এই পরিকল্পনা কার্যকর করতে আইন তৈরি ও সংবিধান সংশোধনের কাজটাও করা কঠিন। অর্ধেকের বেশি রাজ্য বিধানসভার সম্মতি লাগবে। এর বদলে প্রকৃত সংস্কার দরকার। অপরাধে অভিযুক্তদের আইনসভার প্রবেশ রুখতে হবে। নির্বাচনী ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।’’

এই উদ্যোগের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘নরেন্দ্র মোদী বিজেপির একমাত্র ভোট ক্যাচার। তাই তাকে সামনে রেখে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন করাতে চায় বিজেপি। তারা চায়, একই এজেন্ডায় সারা দেশ ভোট দিক। কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়।’’

আইন পাশ হলেও লোকসভা বা কোনো বিধানসভা পাঁচ বছরের আগে ভেঙে যেতে পারে। তখন কী হবে? শুভাশিস বলেন, ‘‘এর একটাই সমাধান। অনাস্থা ভোটের সঙ্গে সঙ্গেই আস্থা ভোটের সংস্থান রাখতে হবে। যাতে কেন্দ্র বা রাজ্যে বিকল্প সরকার গঠন করা যায় যেটি পাঁচ বছরের মেয়াদ পূরণ করবে।’’

বেঁচে থাকার বিকল্প রেসিপি কী

ঢাকা (শেখ সাবিহা আলম) ঃ ‘ডেঙ্গুতে এক সপ্তাহের মধ্যে দুই ছেলেমেয়েকেই হারালেন বাবামা’ এই প্রতিবেদনের প্রকাশের পর সহকর্মী মানসুরা হোসাইনকে একটি সন্তান হারানো এক বাবা ফোন করেন। উদ্দেশ্য নিঃস্ব এই মাবাবার প্রতি সহানুভূতি জানানো। কারণ, তাঁর অন্তত একটি সন্তান এখনো বেঁচে আছে। ঢাকা যখন ডেঙ্গুতে সন্তান হারানো মাবাবার আর্তনাদে ছিঁড়েখুঁড়ে যাচ্ছে, চট্টগ্রামে নর্দমায় তখন তলিয়ে গেছে দেড় বছরের শিশু। একই সময়ে নরসিংদীর শিবপুরে ঢাকাসিলেট মহাসড়কে ট্রাক ও মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে সাতজনের প্রাণ গেছে। ঢাকার রাস্তায় ছিনতাইকারীর হ্যাঁচকা টানে প্রাণ হারিয়েছেন নারী উদ্যোক্তা আমিনা হক। বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারদলীয় ছাত্রদের সংগঠন ছাত্রলীগের সম্মেলনে যোগ দিতে ছাত্রদের বাধ্য করা হয়েছে এমন অভিযোগ উঠেছে। লালমনিরহাটে মন্ত্রীপুত্রের নির্দেশে মারধরের শিকার হয়েছেন প্রকৌশলী।

ইদানীং আমরা দেশের নানা সমস্যার সমাধানে রেসিপি পাই।

কিন্তু এই দেশের মানুষের জন্য বেঁচে থাকার বিকল্প ‘রেসিপি’ কী হতে পারে? আমরা ডেঙ্গু মোকাবিলার রেসিপি পেয়েছি। গত ১০ জুলাই ঢাকা মেডিকেল কলেজের ৭৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে বলা হয়েছে, ‘আমাদের দেশের একটা সমস্যা হচ্ছে, যা কিছুই হোক, সব দোষ সরকারের। মশা মারে না কেন? কত মশা মারবে? মশার তো প্রজননের হার অনেক বেশি। কিন্তু মশার যেন সেই প্রজনন না হতে পারে, সে জন্য যার যার বাড়িঘর সাফ রাখতে হবে। নিজের বাড়িঘর পরিষ্কার রাখতে হবে।’ এর আগে ২০১৯ সালে বলা হয়েছিল, সংবাদমাধ্যমে ডেঙ্গুবিষয়ক খবর অনেক বেশি প্রকাশিত হচ্ছে এবং এর ফলে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে আর সেটাই সমস্যার সৃষ্টি করছে। সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের রেসিপি অনুসরণ করে ঢাকা দক্ষিণের মেয়র ফজলে নূর তাপস বলেছেন, তিনি ডেঙ্গু মোকাবিলায় সফল। যদিও এর মধ্যে আক্রান্ত হয়েছেন,মারা গেছেন প্রায় ৬শ। আমরা মশা নিধনে মেয়র সাহেবকে সবুজ ঘাসে লোকজন নিয়ে মশার ওষুধ ছিটাতে দেখি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কল্যাণে। যার অর্থ দাঁড়ায়, ইতিহাস বলে কবরের এই পাশে দাঁড়িয়ে আশা করতে নেই। তবে একবার না একবার প্রত্যাশিত ন্যায় বিচারের যে ঢেউ তা জেগে উঠতে পারে। তখনই আশা আর ইতিহাস এক সুরে গাইবে। তাই নিরাশ হবেন না। এই বঙ্গভূমে শ্বাস নেওয়ার জন্য যে নাগরিকদের আমৃত্যু খোঁটা শুনতে হয় তাঁরা রেসিপি খুঁজতে থাকুন। কথা হচ্ছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দুই সিটিতে সবচেয়ে বেশি প্রায় ১৬ শতাংশ ক্ষেত্রে লার্ভা পাওয়া গেছে বসতবাড়ির মেঝেতে। সরকারি জরিপই বলেছে, জনবহুল ও নিচু এলাকায় ডেঙ্গু বেশি। এ নিয়ে গত ২৮ আগস্ট প্রথম আলো প্রতিবেদনও ছাপে। নগর পরিকল্পনাবিদ ইকবাল হাবিব বলেন, যাত্রাবাড়ী থেকে শুরু করে মিরপুর পর্যন্ত কাজী নজরুল ইসলাম সরণি, মিরপুর সড়ক এবং শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণির দুই পাশ অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম দিকের এলাকাগুলো মূলত নিম্নাঞ্চল। রাস্তা উঁচু এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা নিচু হওয়ায় অনেকটা কচ্ছপের পিঠের মতো ঢালু অবস্থা তৈরি হয়েছে। সন্তানদের ডেঙ্গুতে হারানোর দায় তো বাবামাকেই নিতে হবে, কারণ তাঁরা কেন যেখানে পরিকল্পিত নগরায়ণ হয়নি সেখানে বাসা নিয়েছেন? জবাবদিহি বাবামাকেই করতে হবে। নগর ঠিক রাখার দায়িত্ব যে যে সরকারি প্রতিষ্ঠানের, তাদের তো দোষ ধরা যাবে না! তাঁরা শিশুর মতো নিষ্পাপ, ফুলের মতো পবিত্র। তাঁদের জবাবদিহির আওতায় আনার দরকার নেই। নালায় ভেসে যাওয়ার দায়ও জনগণের। কাজেই কেন চট্টগ্রামে উত্তর আগ্রাবাদের রঙ্গিপাড়া এলাকার নালায় ভেসে যেতে হয়েছে শিশু ইয়াছিন আরাফাতকে? আর ফতেহপুরের বাদামতলা এলাকার নালায় কলেজছাত্রী নিপা পালিতকে? গত বছর অটোরিকশাচালক ও তার যাত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রী শেহেরীন মাহমুদ সাদিয়া এবং সবজি বিক্রেতা ছালেহ আহমেদের মৃত্যুর দায় কার? চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন না চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের? এসব প্রশ্ন করা যাবে না। যতই বলুন, সামান্য বৃষ্টিতে নালাগুলো উপচে ওঠে, কোনটা পথ আর কোনটা নালা, তা বোঝা যায় না। এই দায় তো অবশ্যই চট্টগ্রামবাসীর। এ তাদের কপালের ফের। সড়ক দুর্ঘটনার দায়ও অবশ্যই আমাদের নিতে হবে। কারণ, সড়কে অব্যবস্থাপনা নিয়ে গত মার্চে একটি সংবাদ প্রকাশের পরপরই সেতু বিভাগের সচিব মনজুর হোসেন এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব এ বি এম আমিনউল্লাহ নুরি জরুরি সংবাদ সম্মেলন করে এ কথা বলে দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, মানুষ সচেতন নন। তাঁরা নিয়ম মানেন না। উল্টো পথে চলেন। পদচারী সেতু ব্যবহার না করে সড়ক দিয়ে পার হন। অথচ প্রতিবেদনটি ছাপা হয়েছিল মাদারীপুরের শিবচরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক্সপ্রেসওয়েতে ১৯ জনের মৃত্যুর পরপর। সেখানে উল্টো পথে চলা, পদচারী সড়ক ব্যবহার না করার কোনো বিষয় ছিল না। জানা গিয়েছিল, চালক টানা ৩০ ঘণ্টা ধরে বাস চালিয়েছিলেন এবং যে বাস তিনি চালাচ্ছিলেন, তার ফিটনেস ছিল না। বলছিলাম, এ দেশে বেঁচে থাকার বিকল্প রেসিপি কী হতে পারে? চলুন আর কেউ রেসিপি দেওয়ার আগে আমরা ব্রেইনস্টর্মিং করি। প্রতিটি ঘটনাকে আমরা সৃজনশীল প্রশ্ন বলে ধরে নিই। প্রশ্ন ১. গত ২৫ আগস্ট সকালে ধানমন্ডিতে স্বামীর সঙ্গে রিকশায় থাকা অবস্থায় মোটরসাইকেল আরোহী ছিনতাইকারীদের কবলে পড়ে নারী উদ্যোক্তা সৈয়দ আমিনা হক (৫৮) মারা যান। কী করলে তিনি বেঁচে থাকতে পারতেন? উত্তর ১. বাসায় বসে থাকলে। ২. অস্ত্র নিয়ে বাসা থেকে বের হলে। ৩. মন্তব্য নেই। প্রশ্ন ২. ঢাকায় ছাত্রলীগের সমাবেশ উপলক্ষে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে নরকবাস করা শিক্ষার্থীদের ওপর এলান জারি হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের ভয়েস ক্লিপ ঘুরছে। তাঁকে বলতে শোনা যাচ্ছে, ‘...সমাবেশ শুক্রবারে। যারা যাবা না, তারা নিজ দায়িত্বে হলগুলো ছেড়ে দিয়ে বাইরে চলে যাও।’ কী করলে এই নির্দেশ এড়ানো যেত? উত্তর ১. বাবার টাকা থাকলে ২.অসুস্থতার অজুহাতে হল থেকে বহুদূরে চলে গেলে ৩. মন্তব্য নেই প্রশ্ন ৩. লালমনিরহাট২ (আদিতমারীকালীগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য ও সমাজকল্যাণমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদের ছেলে রাকিবুজ্জামান আহমেদের ডাকে নির্বাহী প্রকৌশলী রকি চন্দ্র রায় ছুটে যাননি।

ডারউইন থেকে মঙ্গল গ্রহ ঃ কেন বিতর্কিত প্রাণের উৎস

কলকাতা ঃ পৃথিবীতে প্রাণের উৎসের গবেষণা চিরকালই বিতর্কিত। তথ্যপ্রমাণ সত্ত্বেও কেন এমন বিভক্ত চিন্তা?

কীভাবে প্রাণের সূত্রপাত ঘটে পৃথিবীতে, তা বিজ্ঞানের অন্যতম দীর্ঘ বিতর্ক। পৃথিবীতে প্রাণের উৎসের গবেষণার সাথে জড়িত মঙ্গল বা চাঁদে প্রাণ খোঁজার প্রকল্পও।

যত দূর জানা যায়, পৃথিবীতে প্রথম জীবন্ত প্রাণী এক সায়ানোব্যাকটেরিয়ার, যার জন্ম প্রায় চার বিলিয়ন বা চারশ কোটি বছর আগে। এই তথ্য জানা যায় অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া এক ফসিল বা জীবাশ্ম থেকে। কার্বনভিত্তিক কোষ থেকেই এখানে প্রাণের সূত্রপাত।

ব্রিটিশ বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন ভাবতেন, একটি উষ্ণ পুকুরে অজৈব রাসায়নিকের জৈব রাসায়নিক হয়ে ওঠা থেকেই প্রাণের শুরু।

এই পুকুরেই কোষ গড়তে শুরু হয় ও সেটাই সায়ানোব্যাকটেরিয়ার উৎস। তবে এসবই থিওরি, পুরো প্রমাণিত সত্য নয়। ইটালির ট্রেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী সিলভিয়া হলার বলেন, ‘‘সত্যি কথা বলতে সেই সময়ের অনেক কিছুই এখনও রহস্যময়। কোন ঘটনার পর কী হয়েছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। যেমন হাইড্রোথারমাল ভেন্ট থেকে উষ্ণ পুকুর হয়ে অন্যান্য জায়গায় কীভাবে হলো সব, তা এখনও অস্পষ্ট।’’

হাইড্রোথারমাল ভেন্ট থেকে জীবন?

জলের নিচে থাকা আগ্নেয়গিরি থেকে যে উষ্ণ জলপ্রপাত জন্মায়, তাকেই বলে হাইড্রোথারমাল ভেন্ট। সিলভিয়া হলার এমন ভেন্টের প্রতিরূপ পরীক্ষাগারে বানিয়েছেন। এই ধরনের ‘রাসায়নিক বাগান’ পৃথিবীর পরিবেশের নকল করতে সাহায্য করে, যাতে করে কীভাবে প্রাণের

সৃষ্টি হলো, তা জানা যায়। পিএনএএস জার্নালে এবিষয়ে তার গবেষণার কাজ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি জানান যে এই ভেন্টগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ অজৈব রাসায়নিকের জৈব হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে। এই ভেন্টগুলির অজৈব দেওয়ালে আটকা পড়ে চর্বিযুক্ত জৈব কণা, যা তারপর ছোট ছোট ভেসিকল বা ব্যাগের মতো আকার ধারণ করে। এই ভেসিকলই কোষ গঠনের প্রথম ধাপ।

যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি কলেজের প্রাণীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ নিক লেন এই গবেষণার সাথে যুক্ত না থাকলেও, তিনি এই গবেষণার ফলাফলকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। তার মতে, কীভাবে প্রোটো সেল থেকে প্রাণীর জন্ম হয়, তা জানতে এই গবেষণা খুবই সাহায্য করবে।

এত গবেষণা, তবুও কেন রহস্য?

হলারের ল্যাবে যে ভেসিকলগুলি তৈরি করা হয় তাকে এখনই ‘প্রাণের উৎস’ বলতে চান না অনেকে। কারণ প্রাণীর সাথে সম্পর্কিত বহু মৌলিক কাজ এই ভেসিকল করতে পারেনা, যেমন নড়াচড়া, প্রজনন, অনুভূতি, পুষ্টি, নিশ্বাসপ্রশ্বাস বা আকৃতির বেড়ে ওঠা। এমন ভেসিকল থেকে আজকের মানুষ বা জন্তু হবার জন্য কোটি কোটি বছর ধরে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, বলেন লেন। ডিএনএ থেকে প্রোটিন তৈরি হওয়াটাই আসল। এই পর্যায়কে ঘিরেই যত অস্পষ্টতা। এছাড়া, পৃথিবীর বাইরে মহাকাশেও লুকিয়ে রয়েছে প্রাণের উৎসের নানা দিক, যা এখনও আমাদের অজানা। এখনও হাইড্রোথারমাল ভেন্টের ভেসিকলের মতো কিছু মহাকাশে পাওয়া যায়নি। অথচ, মহাকাশজুড়ে জৈব কণার ছড়াছড়ি।

এক পক্ষের বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার হয় মহাকাশ থেকে আসা উল্কাপিণ্ডের গায়ে লেগে থাকা কোনো অতিক্ষুদ্র প্রাণীর মাধ্যমে। এই চিন্তার নাম প্যানস্পার্মিয়া, যার পক্ষে আছেন কয়েকজন বিজ্ঞানী।

পৃথিবীতে প্রাণের জন্ম কীভাবে তা এখনও স্পষ্ট না হলেও পৃথিবীর বাইরেও যে থাকতে পারে প্রাণ,তা নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী বিজ্ঞানীরা।

জার্মানির আখেন শান্তি পুরস্কার পেলো দুটি সংগঠন

বার্লিন ঃ ইউক্রেন যুদ্ধের বিরোধিতা করা রাশিয়ার শান্তিকামী নারীদের একটি নেটওয়ার্ক এবং ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মানবাধিকার কর্মীদের আইনি সহায়তা দেয়া একটি সংস্থাকে এ বছরের আখেন শান্তি পুরস্কার দেয়া হয়েছে।

তিনশোর বেশি ব্যক্তি এবং ৫০টির বেশি ধর্মীয়, রাজনৈতিক, শ্রমিক সংগঠন ও সামাজিক গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংগঠন প্রতিবছর আখেন শান্তি পুরস্কার দিয়ে থাকে। ১৯৮৮ সালে প্রথম এটি দেয়া হয়েছিল। ১ সেপ্টেম্বর জার্মানির যুদ্ধবিরোধী দিবসে বিজয়ীদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেয়া হয়।

‘ফেমিনিস্ট অ্যান্টিওয়ার রেসিস্টেন্স’ এফএআর বা ফার রাশিয়ার শান্তিকামী নারীদের একটি নেটওয়ার্ক যেটি ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই এর বিরোধিতা করে আসছে। ইউক্রেনে হামলা শুরুর পরদিন এর সমালোচনা করে অনলাইনে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেছিল ফার। এরপর ইউক্রেনের মারিউপলে রুশ বাহিনী কয়েক হাজার সাধারণ নাগরিককে হত্যা করলে তার প্রতিবাদ জানান ফার নেটওয়ার্কের কর্মীরা। এছাড়া যুদ্ধবিরোধী স্টিকার বিতরণ এবং সুপারমার্কেটে পণ্যের মূল্যের উপর যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা সম্বলিত স্টিকার সেঁটে দিয়েছিলেন তারা। বর্তমানে এই নেটওয়ার্ক রাশিয়ার ভেতর ও বাইরে থেকে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ফার নেটওয়ার্কের এক সদস্য একাতেরিনা (নিরাপত্তার খাতিরে পুরো নাম প্রকাশ করা হচ্ছে না) বর্তমানে জার্মানিতে বাস করছেন। ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, ফারএর কর্মীরা রাশিয়ার সব বড় শহরে কাজ করছেন। তারা আবাসিক ভবনে গোপনে শান্তিকামী সংবাদপত্র বিতরণ করে থাকেন। এসব সংবাদপত্রে রেসিপির আড়ালে পুরুষেরা কীভাবে যুদ্ধে যাওয়া এড়াতে পারেন সেই সব কৌশল থাকে বলে ডয়চে ভেলেকে জানান জার্মানিতে বাস করা ফারএর আরেক কর্মী ওলগা। এসব কাজ ছাড়াও ফার আরও যেসব কাজ করছে সেগুলোর খবর কোথাও প্রকাশ করা হয় না। এমনকি এসব কাজে যুক্ত অনেক কর্মীও তা জানেন না। নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে আইনি উপদেশ, মানসিক পরামর্শইত্যাদিও দেয়া হয়ে থাকে।

আখেন শান্তি পুরস্কার পাওয়া আরেক সংগঠন ‘হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স ফান্ড’ বা এইচআরডিএফ। ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মানবাধিকার কর্মীদেরআইনি পরামর্শ দিয়ে থাকে এই সংগঠন। ফিলিস্তিনি এলাকায় ইসরায়েলি দখলদারিত্বের বিরোধিতা করা, ইসরায়েলে ফিলিস্তিনি সংখ্যালঘুদের নাগরিক অধিকার রক্ষা, এলজিবিটি অধিকার ও জলবায়ু নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করা ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনিদের আইনি সহায়তা দিয়ে থাকে এইচআরডিএফ। একটি হটলাইনের মাধ্যমে এই সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। অহিংস আন্দোলনের সময় ইসরায়েলের পুলিশ বা সামরিক বাহিনীর হাতের গ্রেপ্তার হওয়া ইসরায়েলি বা ফিলিস্তিনিরা পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন। ‘‘তাদের জানা প্রয়োজন যে আমরা তাদের জন্য আছি,’’ বলেন এইচআরডিএফ এর আরিয়েল সাদি গর্ডন।

সম্পাদকীয়

পেসকোফ বিমান ঘাঁটিতে ড্রোন হামলা হয়েছে রাশিয়ার ভেতর থেকেই ঃ ইউক্রেন

রাশিয়ার পেসকোফ শহরে একটি বিমান ঘাঁটিতে মঙ্গলবার যে ড্রোন হামলা হয়েছে তা রাশিয়ার ভেতর থেকেই পরিচালিত হয়েছে বলে দাবি করেছেন ইউক্রেনের গোয়েন্দা প্রধান। কিরিলো বুদাবভ বলেন হামলায় দুটো ইলিউশিন সামরিক পরিবহন বিমান ধ্বংস হয়েছে এবং আরো দুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাশিয়া অবশ্য বলছে তাদের চারটি বিমানের ক্ষতি হয়েছে। মি. বুদানভ অবশ্য খুলে বলেননি ঐ হামলা ইউক্রেনীয়রা চালিয়েছে নাকি রাশিয়ার ভেতরে রুশ নাগরিকদের কাজে লাগানো হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে প্রায় প্রতিদিনই রাশিয়ার ভেতরে ইউক্রেনীয়রা ড্রোন হামলা চালাচ্ছে। পেসকোফের রুশ বিমান ঘাঁটিতে হামলার দায়ও স্বীকার করেছে ইউক্রেন। অনেকে ধারণা করছিলেন পেসকোফের হামলা ইউক্রেনের ভেতর থেকে দূরপাল্লার

কোনো অস্ত্র ব্যবহার করে চালানো হয়ে থাকতে পারে। তবে মি. বুদানভ কার্যত তা নাকচ করে দেন। বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেন ইউক্রেনের তৈরি একটি অস্ত্র ৭০০ কিলোমিটার দূরের একটি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করেছে। ইউক্রেনের সীমান্ত থেকে পেসকোফ প্রায় ৫০০ কিমি দূরে। আমরা রাশিয়ার ভেতর থেকে কাজ করছি, বৃহস্পতিবার দি ওয়ার জোন ওয়েবসাইটকে বলেন ইউক্রেনের গোয়েন্দা প্রধান মি. বুদানভ। তবে কোন ধরণের এবং কতগুলো ড্রোন মঙ্গলবারের ঐ হামলায় ব্যবহার করা হয় তা খোলাসা করেননি তিনি। তিনি বলেন রুশ বিমানগুলোর উপরিভাগ, জ্বালানি ট্যাংক এবং ডানা টার্গেট করে হামলা চালানো হয়। ইউক্রেন বলছে মঙ্গলবার রুশ এক বিমান ঘাঁটিতে তাদের এক ড্রোন হামলায় দুটি ইলিউশিন বিমান পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়েছে এবং বাকি দুটির বড়রকমের ক্ষতি হয়েছে। যে সব রুশ বিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলো দূরপাল্লার সামরিক পরিবহন বিমান। অনেক দূরে সৈন্য এবং সরঞ্জাম পাঠাতে এগুলো ব্যবহার করা হয়। সুতরাং মঙ্গলবারের হামলায় রাশিয়ার সমর সম্ভারে বেশ ক্ষতি হয়েছে। ওদিকে, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার রাতেও রাশিয়ার ভেতরে বেশ কতগুলো জায়গায় ড্রোন হামলা হয়েছে। অসমর্থিত একটি খবরে বরা হয়েছে মস্কোর কাছে লুবার্টাসি নামে একটি শহরে রকেটের ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ তৈরির একটি কারখানায় ড্রোন আঘাত করেছে। অবশ্য মস্কোর মেয়র সের্গেই সোবিয়ানিন তার টেলিগ্রাম চ্যানেলে বলেছেন লুবার্টাসির আকাশে কয়েকটি ড্রোন ধ্বংস করা হয়েছে, এবং সেসময় কোনো ক্ষতি বা হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। তবে মস্কো এবং আশেপাশে এর আগে বিভিন্ন হামলার সময়ের মতই শুক্রবার সকালেও রাজধানীর বিমানবন্দরগুলোতে বেশ কয়েকটি ফ্লাইট ওঠানামায় বিলম্ব হয়েছে, কয়েকটি বাতিল হয়েছে। ওদিকে, কুরস্ক অঞ্চলের গভর্নর রোমান স্টারোভোইট বলেছেন কুরচাটোফ শহরে কুরস্ক পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাছে একটি আবাসিক ও একটি অফিস ভবনে ড্রোন আঘাত করেছে।

পাকিস্তান ভারত ম্যাচ, লড়াইয়ের ভেতরে লড়াই

ফয়সাল তিতুমী
প্রাবন্ধিক

ভারত ও পাকিস্তান নিজেদের মধ্যে কোন দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলেনি গত ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। ২০১২ সালে সবশেষ ভারত সফর করেছিল পাকিস্তান। এরপর থেকে রাজনৈতিক কারণেই দু'দেশের সফর বন্ধ।

তবে বহুজাতিক টুর্নামেন্টে তাদের প্রায়ই দেখা হয়, আয়োজকদের চেষ্টাও থাকে এমনভাবে সূচি তৈরির যাতে অন্তত এক বা একাধিক ম্যাচে মুখোমুখি হতে পারে এ দু'দল।

তেমনই এক সূচি অপেক্ষায় এশিয়া কাপে। শনিবার বিকেলে শ্রীলংকার ক্যান্ডিতে মুখোমুখি হচ্ছে দু'দল। যে ম্যাচ দিয়ে ৪ বছর পর ভারত পাকিস্তানের ওয়ানডে লড়াই দেখবে দর্শকরা। বৃষ্টির চোখ রাঙানির মাঝেও এই ম্যাচ ঘিরে দর্শক আগ্রহ রয়েছে তুমুল।

কারণ যখনই ভারতপাকিস্তান ক্রিকেটের ২২ গজে মুখোমুখি হয়, উত্তেজনার পারদ থাকে তুঙ্গে। দুদলেই থাকে বিশ্বসেরা সব ক্রিকেটার, মাঠে যারা উপহার দেন অসাধারণ সব পারফরম্যান্স। ফলে ভারতপাকিস্তান লড়াই হয়ে পড়ে মহাকাঙ্খিত, সেটা যেমন দর্শকদের জন্য, তেমনি আয়োজক, স্পন্সর ও ব্রডকাস্টারদের জন্যও। এ ম্যাচেরও নানা দিক তাই যথারীতি আছে আলোচনায়।

ভারতপাকিস্তান যখন মুখোমুখি তখন সামনে আসে বেশ কিছু ব্যক্তিগত লড়াইও। দু'দলের দুই সেরা ব্যাটসম্যান বাবর আজম এবং ভিরাট কোহলি।

এরই মধ্যে আসরের প্রথম সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন বাবর আজম। নেপালের সাথে তার ১৫১ রান এশিয়া কাপ ইতিহাসের ২য় সর্বোচ্চ স্কোর।

ওয়ানডেতে দ্রুততম ১৯টি সেঞ্চুরি করার রেকর্ড গড়েছেন বাবর আজম। এখন অধিনায়ক হিসেবে কোহলিকে ছাড়িয়ে দ্রুততম দুই হাজার রান করার হাতছানি আছে তার সামনে।

ভারতের অধিনায়ক হিসেবে কোহলি ৩৬ ইনিংসে ২০০০ রান পূর্ণ করেছিলেন। পাকিস্তানের অধিনায়ক হিসেবে বাবর আজম ৩০ ইনিংসেই করে ফেলেছেন ১৯৯৪ রান। র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষে থাকা এই ব্যাটার পাকিস্তানের ব্যাটিংয়ের মূল স্তম্ভ।

ভারতের হয়েও একই অবস্থানে ভিরাট কোহলি, দলটির ব্যাটিং অর্ডারের প্রাণ তিনি। গত টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপে যখন সর্বশেষ দু'দলের দেখা হয়েছিল, ভিরাটের অসাধারণ ব্যাটিং ভারতকে এক অবিশ্বাস্য জয় এনে দিয়েছিল।

বর্তমানে খেলে যাওয়া ক্রিকেটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির মালিক (৪৬টি) ভিরাট কোহলি এখন ১৩ হাজার ওয়ানডে রানের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে (১২৮৯৮ রান)।

সাবেক ক্রিকেটার ও বিশ্লেষক রকিবুল হাসানও মনে করেন এই দু'জনের দিকেই আজ আলাদা নজর থাকবে ক্রিকেট বিশ্বের। বিশ্ব ক্রিকেটে এ দুজনই ব্যাটিংয়ে এখন একেবারে সামনের কাতারে। তাদের মধ্যে যে সক্ষমতা আছে, তারা একাই ম্যাচের ভাগ্য পরিবর্তন করে দিতে পারে। তাই এ দু'জনের ব্যাটের দিকে যে দর্শকরা চেয়ে থাকবেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ভিরাট কোহলি ও বাবর আজমের ব্যাটিংয়ের উপর যেমন দু'দল অনেক বেশি নির্ভরশীল, তেমনি এ দু'জনকেই সামলাতে হবে বিশ্বসেরা বোলিং অ্যাটাক।

একদিকে পাকিস্তানের পেসত্রয়ী শাহিন শাহ, হারিস রউফ ও নাসিম শাহ। অন্যদিকে ভারতের পেস বোলিংয়ের নেতৃত্ব দেবেন মোহাম্মদ সিরাজ, জসপ্রিত বুমরাহ ও

মোহাম্মদ শামি।

এছাড়া স্পিনে ভারতের প্রধান ভরসা হবেন রবীন্দ্র জাদেজা, আর পাকিস্তানের শাদাব খান। তবে রকিবুল হাসান মনে করেন লড়াইটা পাকিস্তান বোলার বনাম ভারতের ব্যাটারদের।

দুদলেই বিশ্বসেরা সব বোলার আছে। তবে তুলনা করে পাকিস্তানের বোলিং একটু এগিয়ে থাকবে। আবার ভারতের আছে লম্বা ব্যাটিং লাইন আপ, দারুণ সব নাম আছে তাদের ব্যাটিংয়ে। কিন্তু পাকিস্তান বাবর রিজওয়ানসহ ৩-৪ জনের উপর নির্ভরশীল।

তবে তিনি এটাও বলেন যারা ভালো ও গোছালো বল করবে তারাই শেষ পর্যন্ত জিতবে।

ভারতপাকিস্তান হাই ভোল্টেজ ম্যাচে শেষ পর্যন্ত খেলোয়াড়দের ফর্মের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে টেম্পারমেন্ট। অর্থাৎ এরকম 'বিগ ম্যাচে' কে কতটা নার্ভ ধরে রাখতে পারছেন, ঠান্ডা মাথায় স্নায়ুর পরীক্ষায় কীভাবে চাপ সামাল দিচ্ছেন, সেটাই পার্থক্য গড়ে দেবে ম্যাচে।

এটা আসলে চাপের খেলা, দু'দলের কাছে মর্যাদার লড়াই, কে সেই চাপ ভালোভাবে সামলায় সেটাই দেখার। বলেন মি. রকিবুল। তবে এই চাপটা ভারতের উপর বেশি, কারণ তাদের ক্রিকেট ফ্যানদের প্রত্যাশাও বেশি। ভারতও অনেকদিন হল পারফরম্যান্সে খুব ভালো জায়গায় নেই। তাদের জয়পরাজয়ের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে।

এ ম্যাচে ভারতের যত দুশ্চিন্তা টপ অর্ডার ঘিরেই। মুখোমুখি হওয়া গত কয়েকটি ম্যাচেই পাকিস্তানি পেসাররা দ্রুত তুলে নিয়েছেন ভারতীয় টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানদের।

তার উপর ইনজুরিতে ছিটকে গেছেন লোকেশ রাহুল। তার বদলি হতে লড়ছেন দুই উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান ইশান কিষাণ এবং সাঞ্জু স্যামসন।

ওপেনিংয়ে অধিনায়ক রোহিত শর্মার সঙ্গী হবেন দারুণ ফর্মে থাকা শুভমান গিল।

ভিরাট কোহলির পর ভারতের মিডল অর্ডার নিয়ে খানিকটা দুশ্চিন্তা রয়েই যাচ্ছে। যদিও ইনজুরি থেকে শ্রেয়াস আইয়ারের ফেরা খানিকটা স্বস্তি দিচ্ছে দলকে। এছাড়া শেষদিকে হার্দিক পান্ডিয়ার ব্যাটের দিকে চেয়ে থাকবে টিম ইন্ডিয়া।

অন্যদিকে পাকিস্তানের শক্তির জায়গা বাবর, রিজওয়ান আর ফখর জামানকে নিয়ে টপ অর্ডার।

তবে দুশ্চিন্তা হঠাৎ ভেঙে পড়া মিডল অর্ডার নিয়ে। যদিও সেই দুশ্চিন্তা কিছুটা ঘুচিয়েছে গত ম্যাচে ইফতিখার আহমেদের ঝড়ো সেঞ্চুরি। এছাড়া ব্যাট হাতে শেষদিকে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন শাদাব খানও।

শেষ পর্যন্ত লড়াইটা আসলে দুদলের টপ অর্ডার আর পেসারদের মধ্যে।

ওয়ানডে ক্রিকেটে ১৩২তম বারের মতো মুখোমুখি হচ্ছে পাকিস্তান ও ভারত। যাতে ৭৩ জয় পাকিস্তানের, আর ভারতের জয় ৫৫ ম্যাচে।

তবে গত ৫ ম্যাচে পাকিস্তান জিতেছে মাত্র একবার, সেটাও ২০১৭ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে।

তবে সবশেষ এশিয়া কাপের লড়াইয়ে দুদলে সমতা। ২০২২ টিটোয়েন্টি এশিয়া কাপের গ্রুপপর্বে পাকিস্তানকে ৫ উইকেট হারায় ভারত। আর সুপার ফোরে ভারতকে ৫ উইকেটে হারিয়ে ফাইনাল খেলে পাকিস্তান। তবে এশিয়া কাপের সর্বোচ্চ ৭টি শিরোপা আছে ভারতের, শেষটি ২০১৮ সালে। পাকিস্তান এশিয়া কাপ জিতেছে দুইবার, ২০০০ এবং ২০১২ সালে।

বৃষ্টিতে যদি খেলাই না হয়!

এই শঙ্কাই এখন সবচেয়ে বেশি। শ্রীলঙ্কার আবহাওয়া বিভাগ বলছে ক্যান্ডিতে শনিবার সারাদিনই থেমে থেমে বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। সেই সাথে ঝড়ো বাতাস ও বজ্রও থাকবে। বিবিসির আবহাওয়া ওয়েবসাইট থেকে জানা যাচ্ছে ক্যান্ডিতে এদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা ৮০ শতাংশ পর্যন্ত আছে। তাপমাত্রা নেমে যেতে পারে সর্বনিম্ন ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। সাধারণত অগাস্ট-সেপ্টেম্বরে শ্রীলংকায় ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হয় না। কিন্তু এবার এশিয়া কাপের হাইব্রিড মডেল নিয়ে শেষ মূহুর্তের সিদ্ধান্তে বৃষ্টির সময় দেশটিতে খেলা আয়োজন করা হচ্ছে।

পাল্লেকেলে স্টেডিয়ামের দর্শক ধারণক্ষমতা ৩৫ হাজার। স্বাভাবিকভাবেই সূচী ঘোষণার পর থেকেই ভারতপাকিস্তান ম্যাচের টিকিট নিয়ে বাড়তি আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে।

খেরা পরিচালনার জন্য স্টেডিয়ামের মাঠকর্মীদের এদিন ব্যস্ত সময় পার করা লাগতে পারে। চেষ্টা থাকবে বৃষ্টি হানা দিলে কমপক্ষে ২০ ওভার করে ম্যাচ আয়োজনের। আর সেটাও সম্ভব না হলে পয়েন্ট ভাগাভাগি করতে হবে দুদলকে।

যা নিশ্চিত করবে পাকিস্তানের সুপার ফোরে ওঠা। আর ভারতকে অপেক্ষা করতে হবে সোমবার নেপালের সঙ্গে ম্যাচ পর্যন্ত।

এবারের এশিয়া কাপ মাঠে গড়ানোর আগেই শুরু হয়ে যায় পাকভারত উত্তেজনা।

এশিয়া কাপের অভিভাবক এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল। যার প্রেসিডেন্ট আবার জয় শাহ, যিনি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডেরও সেক্রেটারি। পূর্বঘোষিত সূচী অনুযায়ী এবারের পুরো আসর পাকিস্তানে হবার কথা থাকলেও বেঁকে বসে ভারত। অনিশ্চিত হয়ে পড়ে টুর্নামেন্ট আয়োজন।

শেষ পর্যন্ত হাইব্রিড মডেলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবারের এশিয়া কাপ। যাতে মূল আয়োজক পাকিস্তানের ভাগে পড়েছে মাত্র ৪টি ম্যাচ, আর ৯টি ম্যাচ হচ্ছে শ্রীলংকায়।

ফলে বুধবার মুলতানে নেপালের সঙ্গে ম্যাচ শেষেই শ্রীলংকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিতে হয়েছে পাকিস্তান দলকে। যা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ অভিযোগ করছেন পাকিস্তানি ভক্তরা। তবে রকিবুল হাসান মনে করেন দুদেশের দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা থাকলেও, খেলোয়াড়দের মধ্যে এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সম্প্রীতি দেখা যায়। বুমরাহ বনাম বাবর কিংবা শাহিন শাহ বনাম রোহিত শর্মাদের মাঠে লড়াই চলে বন্ধুত্বের আবহে। ভারত পাকিস্তানে খেলতে না গেলেও এশিয়া কাপের বিশেষ ডিনারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। বিসিসিআই সভাপতি রজার বিনি তার সহ সভাপতি রাজিব শুক্লাকে নিয়ে লাহোরে যাবার কথা রয়েছে।

সাময়িকী

পদ্মিনী সম্বন্ধে দু চার কথা

সুনীল কুমার দে
কলামিস্ট

অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক,সাহিত্যিক ও বর্তমান ঝাড়খন্ড সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের অধ্যক্ষ মাননীয় ভবতারণ মণ্ডলের ,,পদ্মিনী,, বিগত ২৭ সে আগস্ট প্রকাশিত হলো।এটি তাঁর প্রথম বই।তিনি দীর্ঘদিন ধরে আমাদের ঝাড়খন্ড সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের সাথে যুক্ত।পরিষদের বার্ষিক পত্রিকা,,ঝাড়খন্ড প্রভাতে তাঁর নিয়মিত কবিতা,প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হয়।তিনি আমাদের মাতাজী আশ্রমের সাথে ও যুক্ত আছেন।তিনি তাঁর পুস্তকে ঝাড়খন্ড সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের কথা,মাতাজী আশ্রমের কথা ও আমার কথা উল্লেখ করেছেন এ জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।পুস্তক প্রকাশনের সময় তিনি আমার সাথে অনেকবার চর্চা করেছিলেন ও দিশা নির্দেশ চেয়েছিলেন আমি সাধ্যমত উনাকে এই মহান কাজে সাহায্য করেছি।

পদ্মিনী কোনো গল্প বা উপন্যাস নয়,এটি একটি মণ্ডল বা শুঁড়ি সমাজের ইতিহাসিক বই। বই টি খুব বড় না হলেও খুব ছোট ও নয়।তিনি সাধ্য মত তথ্য সংগ্রহ করে বইটি লিখেছেন।পুস্তকে কিছু ভুল ত্রুটি ও কমী থাকতে পারে কারন ইতিহাস লেখা খুবই কঠিন কাজ কারণ যদি কোনো লিখিত প্রমান না থাকে।লোক কথা ও জন শ্রুতি তে কিছু ভুল ত্রুটি হতেও পারে।ভবতারণ বাবুর মহান প্রয়াস কে আমি সাধুবাদ জানাই।বইটির ছাপাই খুব ভালো হয়েছে।ভুল ত্রুটি ও কম হয়েছে।তবে বই এর কভার পেজ খুব একটা আকর্ষণীয় হয় নি।প্রাকৃতিক মুল দৃশ্য দিয়ে কভার পেজ টা সাজালে আরো ভালো হতো। যাক আর বাকি সব ভালোই হয়েছে।পুস্তকে সমাজের কিছু ভালো দিক ও কিছু কমীর ও বর্ণনা করা হয়েছে।নিজেদের যা ভালো তা অপরকে জানাতে হবে,যা খারাপ তা দূর করতে হবে,যা কমী তা পূরণ করতে হবে,ভালো জিনিস গুলো অপরের কাছ থেকে শিখতেও হবে তবেই সমাজ সমৃদ্ধ হবে।এই পুস্তক থেকে মণ্ডল সমাজের নুতন পিঁড়ি অনেক কিছু জানতে পারবে তবে তার জন্য তাদের কে নিজেদের মাতৃভাষা বাংলা কে শিখতে হবে।নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি ছাড়া কোনো সমাজ ও জাতি বড় হতে পারে না বা টিকে থাকতে পারে না।

সবশেষে ভবতরণ বাবু কে ধন্যবাদ জানিয়ে মণ্ডল সমাজে তাঁর বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

জানা অজানা

বিপ্লবের অর্থ

সুনীল কুমার দে

বিপ্লবের অর্থ মানে সবকিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া নয়,ঝান্ডা নিয়ে মিছিল বের করা নয়,লুটপাট, খুন হত্যা করা নয়, প্রকৃত বিপ্লব হলো ব্যবস্থার পরিবর্তন আনা,মানসিক অবস্থার পরিবর্তন আনা,সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ও ধার্মিক ব্যবস্থার পরিবর্তন আনা,কুপ্রথা, দুর্নীতি, অন্ধ বিশ্বাস,কুসংস্কারের পরিবর্তন এনে সমাজ কে সুস্থ ও সুন্দর করাই হলো প্রকৃত বিপ্লব।এই হিসাবে চৈতন্য মহাপ্রভু আচন্ডালে প্রেম দিয়েছিলেন, হরিনামের বন্যায় জগৎ ভাসিয়ে দিয়েছিলেন সুতরাং তিনি ও বিপ্লবী ছিলেন।শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মে ধর্মের বিবাদ ঘুচিয়েছিলেন,সর্ব ধর্মের সমন্বয় করেছিলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছিলেন ,নারী জাতিকে সম্মান দিয়েছিলেন তাই তিনি ও বিপ্লবী ছিলেন।রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা দূর করেছিলেন তিনি ও বিপ্লবী ছিলেন।ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর বাল্য বিবাহ প্রথা দূর করেছিলেন,বিধবা বিবাহ শুরু করেছিলেন তিনি ও বিপ্লবী ছিলেন।স্বামী বিবেকানন্দ দেশ কে জাগিয়ে ছিলেন, দেশ ভক্তি শিখিয়েছিলেন,ভারত ও সনাতন ধর্ম কে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন,সেবা ও ত্যাগের মন্ত্র দিয়ে গেছেন তিনি ও বিপ্লবী ছিলেন।মা সারদা দেবী জাতিভেদ প্রথা মানেন নি,পাপী ধার্মিক মানেন নি সবার মা হয়েছিলেন,নারী শিক্ষার সমর্থন করেছিলেন তিনিও বিপ্লবী ছিলেন।আর নেতাজী সুভাষ চন্দ্র লড়াই করে ও জোর করে ভারতের স্বাধীনতা আদায় করেছিলেন তিনিও বিপ্লবী ছিলেন।যারা দেশের জন্য হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়েছেন তারা ও বিপ্লবী ছিলেন।যারা লেখনীর মাধ্যমে মানুষকে জাগাচ্ছেন তারাও বিপ্লবী।তাই জিন্দাবাদ মুর্দাবাদ আর মিছিল করলেই বিপ্লব হয় না কারো নিন্দা করা,দোষ ধরা ও সমালোচনা করা কেই বিপ্লব বলা হয় না,মনের, বিচারের,আচরণের ও ব্যবস্থার পরিবর্তন করাকেই বলে প্রকৃত বিপ্লব।

পাঠকের চিঠি

কামিনী ও কাঞ্চন

এই পৃথিবীতে মানুষ দুটো জিনিসের পিছনে দিনরাত ছুটছে।এক কামিনী অর্থাৎ কাম আর দুই কাঞ্চন অর্থাৎ ধন রত্ন টাকাকড়ি।এই দুটো কে লাভ করার জন্য মানুষ কিনা করে,কত না নীচে নেমে যায় তা ভাবতে ও পারা যায় না।ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব তাই কামিনী কাঞ্চন ত্যাগের কথা বললেন।বললেন,,,কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ না করলে কিছু হবে না বাপু।তবে কি ঠাকুর নারী বিদ্বেষী ছিলেন, না কক্ষনোই না।তিনি সকল নারীর মধ্যে মাতৃ দর্শন করতেন।তিনি যেভাবে নারীকে সম্মান দিয়েছেন তা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।আজ পর্যন্ত কে নিজের বিবাহিতা পত্নীকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করতে পেরেছে ও মায়ের স্থান দিয়েছে।তিনি ত্যাগী ভক্তদের জন্য কামিনী কাঞ্চন ত্যাগের কথা বলতেন।যারা সাধু হবে,সন্ন্যাসী হবে ও লোক শিক্ষা দিবে তাদের কে কামিনী ও কাঞ্চন দুটোকেই সম্পূর্ণ রূপে বর্জন করতে হবে।কিন্তু তিনি গৃহী ভক্তদের এ কথা বলতেন না।তিনি তাদের বলতেন,,, তোমাদের জন্য কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ নয়।তোমরা মনে ত্যাগ করবে।সংসার প্রতিপালনের জন্য সত ভাবে অর্থ উপার্জন করবে আর দু একটি ছেলে পুলে হয়ে গেলে স্বামী স্ত্রী ভাই বোনের মতো থাকবে। ছেলে মেয়েদের মানুষ করবে গোপাল জ্ঞানে।কত সুন্দর কথা।আমরা যদি ঠাকুরের এই অমৃতময় কথা কে মেনে চলি তাহলে সংসারে কোনো ব্যভিচার ও অনাচার থাকবে না।সমাজ ও সংসার টা সুন্দর ও ভালো হবে।এই পৃথিবীতে স্বর্গ নেমে আসবে।

সুনীল কুমার, পোটকা

মাটির দেহ মাটি হবে পুড়ে হবে ছাই

সুনীল কুমার দে

গানে আছে, মাটির দেহ মাটি হবে পুড়ে হবে ছাই,এ দেহ পচা দেহ গরব কিসের ভাই।

এটাই সত্য কথা।এই সুন্দর শরীর একদিন মাটিতে মিশে যাবে যাকে নিয়ে আমরা এতো গর্ব করি,অহংকার করি আরো কত কি করি।খুবই সংক্ষিপ্ত জীবন,যে কোনো সময়ে পরপারের ডাক আসতে পারে।মরার কোনো বয়স নেই ও কোনো সময় নেই,কিছুই থাকবে না,কিছুই যাবে না সাথে।গাড়ি,বাড়ি,টাকাকড়ি সবই পড়ে থাকবে।যার জন্য তুমি সারা জীবন পাগল ছিলে,সারা জীবন সময় দিলে যাবার সময় কেউ তোমার সাথ দিবে না,কেউ তোমার সঙ্গে যাবে না। যা কিছু ভালো কাজ,সমাজের কাজ,মানুষের কাজ ও ভগবানের কাজ করে থাকবে তা মানুষের স্মৃতির পাতায় অমর হয়ে থাকবে।

খাঁচার মধ্যে পাখি থাকে কিন্তু খাঁচা ও পাখি আলাদা।পাখি না থাকলে খাঁচার কোনো মহত্ব নেই কিন্তু পাখি, খাঁচা ছাড়াও

থাকতে পারে।সেইরূপ এই পচা শরীরের ভেতরে অমর আত্মা বসবাস করে।এই শরীর যা চব্বিশ তত্ত্ব নিয়ে গঠিত যথা,,পঞ্চ কর্মেন্দ্রীয়,পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রীয়,পঞ্চ ভূত,পঞ্চ রস ও মন,বুদ্ধি,চিত্ত অহংকার।এই শরীর চলে গেলেও তার ভেতর যে আত্মা থাকে তার জন্ম ও মৃত্যু নেই।আত্মা দেহ পরিবর্তন করে।যেমন পুরাতন বস্ত্র ছেড়ে আমরা নুতন বস্ত্র পরিধান করি আত্মা ও ঠিক তেমনি পুরাতন শরীর ত্যাগ করে নুতন শরীর ধারণ করে যতদিন না আত্মা পরমাত্মার সাথে মিশে এক হয়ে যায় যাকে শাস্ত্রে মুক্তি বা নির্বান বলে।আমাদের সাথে কর্মফল ছাড়া কিছুই যায় না।শাস্ত্রে একে প্রারব্ধ বলে।এই কর্ম ফল বা প্রারব্ধ অনুসারে আমাদের ভোগান্তি হয়।ভগবানের নাম করলে ও সাধন ভজন করলে কর্ম ক্ষয় হয় বা ভোগান্তি কম হয়।তাই মানুষ কে সত কর্ম বা ভালো কর্ম করা উচিত যা একমাত্র আমাদের সাথে যায়।

মানুষের জীবনে ধর্ম ভয় খুবই প্রয়োজন।এই ধর্ম ভয় আমাদের অসৎ কর্ম,কুকর্ম ও পাপ কাজ করার হাত থেকে রক্ষা করে ও আমাদের কে সত পথে ও ধর্ম পথে চালিত করে।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

মহানগরের শিলসাঁকো বিলের উচ্ছেদ অভিযানের প্রতিবাদে মহিলার অর্ধনগ্ন প্রতিবাদ

স্থানীয় এলাকাবাসীর সঙ্গে আলোচনা করে সম্মতি দিয়ে এই উচ্ছেদ অভিযান, একাংশ চিরাচরিত পরিচিত আন্দোলনকারীর হয়ে মহিলাদের এই প্রতিবাদ বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মণিপুরে নানা সময়ে সেনা কিংবা পুলিশের বিরুদ্ধে সেখানে স্থানীয় নারীদের অর্ধ উলঙ্গ কিংবা সম্পূর্ণ উলঙ্গ প্রতিবাদ দেখা গেছে। সম্প্রতি মনিপুরে সংঘটিত বিক্ষিপ্ত ঘটনার সময়ও এই ধরনের প্রতিবাদ পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু নজিরবিহীন ভাবে ইতিহাসে সর্বপ্রথম এবার মহিলার অর্ধ উলঙ্গ প্রতিবাদ সংগঠিত হয়েছে অসমে। গুয়াহাটি মহানগরের শিলসাঁকো বিলের উচ্ছেদ অভিযানের প্রতিবাদে দুইজন মহিলা অর্ধনগ্ন হয়ে প্রতিবাদ পালন করেছেন। তবে তাদের পুলিশ সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেফতার করেছে। একাংশ চিরাচরিত পরিচিত আন্দোলনকারীর হয়ে মহিলাদের এই প্রতিবাদ বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন স্থানীয় এলাকাবাসীর সঙ্গে আলোচনা করে তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে। প্রযোজনে উচ্ছেদিত ব্যক্তিদের মহানগরের ফ্ল্যাট দেওয়া হবে। তবে এভাবে প্রতিবাদ করা প্রত্যেক ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত গুয়াহাটি মহানগরের শিলসাঁকো বিলে গত কয়েক মাস আগে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছিল প্রশাসন। তবে সে সময়ও স্থানীয় এলাকাবাসীর তরফে উচ্ছেদের প্রবলভাবে বিরোধিতা করা হয়েছিল। এরপর শিলসাঁকো বিলে ১৫০ বিঘা জমিতে উচ্ছেদ করার ক্ষেত্রে স্থানীয় এলাকাবাসীদের নোটিশ দিয়েছিল প্রশাসন। এরই অংশ হিসেবে গতকাল থেকেই শিলসাঁকো বিলে ব্যাপক সংখ্যায় অসম পুলিশ এবং সিআরপিএফ জওয়ানদের মোতায়েন করা হয়েছিল। অবশেষে নির্ধারিত সময় অনুযায়ী পুলিশ প্রশাসনের একটি বৃহৎ দল শুক্রবার সকাল থেকে শিলসাঁকো বিলে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে। পুলিশ প্রশাসনের এই উচ্ছেদ অভিযানের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদী মুখর হয়ে ওঠেন স্থানীয় এলাকাবাসী। তবে পুলিশ প্রশাসনের তরফে প্রত্যেককে বুঝিয়ে উচ্ছেদ অভিযান প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা হয়েছিল।

তবে হঠাৎ মহিলাদের একটি দল এসে পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করে। কিন্তু সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে মহিলাদের দলে থাকা দুজন মহিলা অর্ধ উলঙ্গ হয়ে প্রশাসন এবং সরকারের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়ে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন। এভাবে উচ্ছেদ অভিযানের বিরুদ্ধে মহিলাদের অর্ধনগ্ন প্রতিবাদের ফলে পরিস্থিতি অধিক অবনতি ঘটার আশঙ্কা করে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনকারী মহিলাদের গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। তবে পুলিশ মহিলাদের গ্রেফতার করে সঙ্গে নিয়ে গেলেও সেখানে অন্যান্যদের প্রতিবাদ অব্যাহত ছিল। কিন্তু প্রবল প্রতিবাদকে তোয়াক্কা না করেই পুলিশ প্রশাসন নিজেদের উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রেখেছে।

অবশেষে এই বিষয়টির ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালের নতুন পাঠ্যক্রম আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু করার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় তিনি বলেন শিলসাঁকো বিলের স্থানীয় এলাকাবাসীদের সঙ্গে আলোচনা হয়ে গেছে। আলোচনায় তারা বলেছেন এতোটুকু জায়গা উচ্ছেদ করলে তাদের কোনো আপত্তি নেই। গত তিনদিন ধরে এই আলোচনা প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। স্থানীয় এলাকাবাসীর সঙ্গে আলোচনা করে যাবতীয় মতানৈক্য মীমাংসা করে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করা হয়েছে। তাছাড়া কাঁচা বাড়ি, পাকা বাড়ি ইত্যাদির উপরে কি ক্ষতিপূরণ হবে সেটাও নির্ধারণ হয়ে গেছে। তাছাড়া ভূমিহীন উচ্ছেদিত ব্যক্তিদের মহানগরে ফ্ল্যাট বানিয়ে দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন যারা আন্দোলন করেছে তারা একটি বিশেষ সংগঠনের ব্যক্তি। তারা সবসময় আন্দোলন করে। ফলে তাদের উপরে কঠোর থেকে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ভেঞ্চার প্রধানমন্ত্রী কেউ যদি হতে চান হতে পারেন, কিন্তু প্রভিন্সিয়ালাইসড প্রধানমন্ত্রী একমাত্র নরেন্দ্র মোদি বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন প্রস্তাবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসক বিরোধী উভয় পক্ষের রাজনৈতিক দলগুলো ব্যাপক সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে জাতীয় পর্যায়ে এনডিএ নরেন্দ্র মোদিকে প্রধানমন্ত্রীর প্রার্থী হিসাবে ফের একবার মনোনীত করেছে। কিন্তু বিরোধী পক্ষের ১৬ টি রাজনৈতিক দল নিয়ে গঠিত নতুন জোট এখনো নিজেদের প্রধানমন্ত্রীর প্রার্থী নির্বাচিত করতে পারেনি। এক্ষেত্রে ব্যঙ্গ করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ভেঞ্চার প্রধানমন্ত্রী কেউ যদি হতে চান হতে পারেন। কিন্তু প্রভিন্সিয়ালাইসড প্রধানমন্ত্রী একমাত্র নরেন্দ্র মোদিই হবেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। তাছাড়া তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন প্রস্তাবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন।

নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালের নতুন পাঠ্যক্রম শুক্রবার আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু করার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রধানমন্ত্রী পদের প্রার্থিত্ব সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন ক্যান্ডিডেট ঘোষণা করার ক্ষেত্রে কোন আপত্তি নেই কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীই হবেন। রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের সময় বিভিন্ন ব্যক্তি এমনকি গ্রাম থেকে নিজেদের প্রার্থিত্বের জন্য মনোনয়নপত্র জমা করেন। এমনকি সেখানে সাংসদের স্বাক্ষর পর্যন্ত থাকে না। সেই একই ভাবে অসমে ভেঞ্চার বিদ্যালয় রয়েছে। ফলে কেউ যদি ভেঞ্চার প্রধানমন্ত্রী হতে চান তাহলে হতে পারেন। কিন্তু প্রভিন্সিয়ালাইসড প্রধানমন্ত্রী একমাত্র নরেন্দ্র মোদিই হবেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এদিন ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশনের ক্ষেত্রে

এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছেন। এই সম্পূর্ণ বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে খতিয়ে দেখতে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে এক কমিশন গঠন করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন এটা দেখে যে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে এই কমিশন গঠিত হয়েছে। এই কমিশন এবার ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশনের সম্পূর্ণ বিষয়টি পর্যালোচনা করবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন একাধিক নির্বাচনের ফলে বহু টাকার অপব্যয় হয়। তাছাড়া গতানুগতিক ভাবে সারা দেশজুড়ে একের পর এক পঞ্চায়েত, বিধানসভা, লোকসভা ইত্যাদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। ফলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সঠিকভাবে এটা অনুভব করে এই পদক্ষেপ নিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী ভেবেছেন ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন ভারতকে অন্য পর্যায়ে নিয়ে যাবে। এক্ষেত্রে খরচ কমে যাবে, পাঁচ বছর ধরে উন্নয়নের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে এবং ভারত বিশ্ব গুরু হিসেবে নিজের স্থান দখল করতে সক্ষম হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

সিংভূম কলেজ চান্ডিল ঃ সাড়ে সাত হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র চারটি ক্লাস রুম

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ সরায়কেলা খার্সানার ইচাগড় বিধানসভা কেন্দ্র একটি দুর্গম এলাকা হিসাবে পরিচিত এবং এর বাসিন্দারা অর্থনৈতিকভাবেও দুর্বল। নিরানব্বই শতাংশ বাসিন্দা কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং কৃষি কাজ বর্ষার উপর নির্ভরশীল। অসময়ে বর্ষার কারণে উন্নত কৃষিকাজ হয় না। যার কারণে এখানকার বাসিন্দারা আর্থিকভাবে দুর্বল এবং তারা তাদের সন্তানদের রাজ্যের অন্য শহর বা বড় কলেজে পড়াতে পারছেন না। বর্তমানে শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা নিয়ে সচেতন হয়েছে এবং সকল অভিভাবক তাদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষা দিতে চান। কিন্তু কিছু জ্বলন্ত সমস্যার কারণে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে শিক্ষার্থীদের অনেক অসুবিধা হচ্ছে।

সিংভূম কলেজ চান্ডিল ইচাগড় বিধানসভা কেন্দ্রের চান্ডিল, নিমডিহ, ইচাগড় এবং কুকডু এই চারটি ব্লকের ছাত্রী - ছাত্রদের জন্য উচ্চ শিক্ষার একমাত্র স্নাতকোত্তর কলেজ। এই কলেজে ইন্টারমিডিয়েট, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে পাঠদান করা হয়। ইন্টারমিডিয়েট ও গ্র্যাজুয়েশনে কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য পড়ানো হয় এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনে হিন্দি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও বাণিজ্য পড়ানো হয়। এ কলেজে গ্রাজুয়েশনে ৫ হাজার, স্নাতকোত্তরে ৬০০ ও ইন্টারমিডিয়েটে ২ হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। এত শিক্ষার্থীর পড়াশোনার জন্য কলেজে রয়েছে মাত্র চারটি কক্ষ। চারটি কক্ষ থাকার কারণে কলেজ ব্যবস্থাপনার জন্য সব বিষয়ের ক্লাস পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয় স্নাতক পরীক্ষার সময়। শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা এই কলেজে পরীক্ষার জন্য হোম সেন্টার তৈরি করে। এই এলাকা থেকে অন্যান্য কলেজের দূরত্ব ৫০ কিলোমিটারের বেশি। পরীক্ষার্থীরা যাতে কোনো আর্থিক বোঝার সম্মুখীন না হয় সেজন্য হোম সেন্টার করা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার প্রশংসনীয় কাজ। কিন্তু কক্ষ স্বল্পতার কারণে পরীক্ষার্থীদের চরম বিপাকে পড়তে হয়। কলেজ ব্যবস্থাপনা বাধ্য হয়ে পরীক্ষার্থীদের বারান্দায় বসিয়ে পরীক্ষা নিতে বাধ্য হচ্ছে।

মোদীর ঘনিষ্ঠ আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগের অর্থ কী?

কলকাতা ঃ ভারতের আদানি শিল্প গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নতুন এক গুচ্ছ অভিযোগ ওঠার পরে তাদের শেয়ারের অনেকটা পড়ে গেলেও শুক্রবার দুপুর নাগাদ সামান্য বেড়ে যায়। অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের একটা আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যান্ড করাপশন রিপোর্টিং প্রোজেক্ট বা ওসিসিআরপি তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে মরিশাস ভিত্তিক দুটি 'অস্বচ্ছ' সংস্থার মাধ্যমে আদানি গোষ্ঠীতে কয়েক হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে যার ফলে আদতে আদানি গোষ্ঠীর শেয়ারের দাম বেড়েছে। মরিশাস ভিত্তিক ওই দুটি অস্বচ্ছ সংস্থার মালিক আসলে আদানি গোষ্ঠীর কর্ণধার পরিবারের ঘনিষ্ঠ তিন ব্যক্তি, এমনটাও জানিয়েছে ওসিসিআরপি। পরিবারের অর্থই ঘুরিয়ে নিজেদের সংস্থায় বিনিয়োগ করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ওই অস্বচ্ছ সংস্থাগুলির বিনিয়োগের ফলে গোষ্ঠীটিতে আদানি পরিবারের অংশীদারিত্ব আইনি সীমা লঙ্ঘন করেছে বলেও মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই সব অভিযোগকেই আদানি গোষ্ঠী উড়িয়ে দিয়ে বলেছে এর আগে হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টে যেসব অভিযোগ করা হয়েছিল, সেগুলোকেই নতুন ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে সাম্প্রতিকতম প্রতিবেদনটিতে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিনডেনবার্গ রিসার্চ এবছর জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত এক রিপোর্টে মি. আদানির বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কর্পোরেট জগতের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ধোঁকাবাজির অভিযোগ করে। হিনডেনবার্গ রিসার্চের ঐ রিপোর্টে মরিশাস এবং ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের মতো বিভিন্ন ট্যাক্স হেভেনে বিভিন্ন কোম্পানিতে আদানি গ্রুপের মালিকানা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। প্রতিবেদনে আরো অভিযোগ করা হয় যে ভারতে লেনদেন হওয়া শেয়ারের মূল্য নিজেদের পক্ষে নির্ধারণ করার জন্য এসব অফশোর কোম্পানিগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে। আদানি গ্রুপ অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে এই রিপোর্টের প্রতিবাদ জানিয়েছিল। একই সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগও তারা অস্বীকার করে। তবে হিন্ডেনবার্গের রিপোর্টে আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছিল, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সেগুলির তদন্ত হচ্ছে। ওসিসিআরপির প্রতিবেদনটি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছে লন্ডনের দৈনিক দ্য গার্ডিয়ান এবং ফিনান্সিয়াল টাইমস্। নতুন ভাবে ওঠা অভিযোগগুলির পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস দাবী করেছে বিষয়টির যে।থ সংসদীয় কমিটিকে দিয়ে তদন্ত করাতে হবে । দ্য গার্ডিয়ান এবং ফিনান্সিয়াল টাইমস্ ওসিসিআরপির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে যে প্রতিবেদন ছেপেছে, তাতে লেখা হয়েছে যে মরিশাস ভিত্তিক দুটি লগ্নীকারী সংস্থা - ইমার্জিং ইন্ডিয়া ফোকাস ফাণ্ড এবং ইএম রিসারজেন্ট ফাণ্ড ২০৩ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে আদানি গোষ্ঠীর চারটি সংস্থা বড় ধরণের লগ্নি করেছে। লগ্নী করা এই অর্থ আবার বারমুডা ভিত্তিক একটি লগ্নীকারী সংস্থা, যার নাম গ্লোবাল অপর্চুনিটিস ফাণ্ড, তাদের মাধ্যমে এসেছে। ওসিসিআরপির প্রতিবেদনে আবার এটাও বলা হয়েছে, যে তিনটি অর্থ লগ্নিকারী সংস্থা টাকা ঢেলেছে আদানি গোষ্ঠীর শেয়ার কিনতে, তাদের কাছ থেকে ১.৪ মিলিয়ন ডলার পরামর্শদাতার ফি হিসাবে পেয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত ভিত্তিক সংস্থা এক্সেল ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডভাইসারি সার্ভিসেস। এই এক্সেল ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডভাইসারি সার্ভিসেসের মালিক হলেন বিনোদ আদানি, যিনি আদানি গোষ্ঠীর কর্ণধার গে।তম আদানির ভাই। ওসিসিআরপি নানা ইনভয়েস এবং অভ্যন্তরীণ ইমেইল খতিয়ে দেখে বলেছে এক্সেল ইনভেস্টমেন্টস এর পরামর্শ অনুযায়ীই তিনটি লগ্নীকারী সংস্থা (দুটি মরিশাসের, একটি বারমুডার) আদানি গোষ্ঠীর শেয়ারে অর্থ লগ্নী করেছে। ওসিসিআরপি এটাও বলেছে ওই তিনটি সংস্থার লগ্নী করা অর্থ যে আদানি পরিবার থেকেই এসেছে, এমন কোনও প্রমাণ তারা পায় নি। কিন্তু তাদের টিমের সাংবাদিকরা এরকম প্রমাণ খতিয়ে দেখেছেন, যাতে স্পষ্ট হয়েছে যে ওই তিনটি লগ্নীকারী সংস্থা আদানি গোষ্ঠীর শেয়ার কেনাবেচার সময়ে যে পরিবারের সঙ্গে সমন্বয় করে করা হয়েছে। ওসিসিআরপির তোলা এই অভিযোগগুলির সত্যতা বিবিসি নিজে যাচাই করে দেখে নি। বিদ্যুৎ থেকে বন্দর, বিমানবন্দর, নির্মান থেকে কয়লা, খাদ্যদ্রব্য থেকে সামরিক সরঞ্জাম, সংবাদ মাধ্যম - আদানি গোষ্ঠীর ব্যবসা ছড়িয়ে আছে প্রায় সব ক্ষেত্রেই। বিদ্যুৎ থেকে বন্দর, বিমানবন্দর, নির্মান থেকে কয়লা, খাদ্যদ্রব্য থেকে সামরিক সরঞ্জাম, সংবাদ মাধ্যম - আদানি গোষ্ঠীর ব্যবসা ছড়িয়ে আছে প্রায় সব ক্ষেত্রেই। অর্থনীতিবিদ প্রসেনজিত বসু ওসিসিআরপির পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বলছেন যে তিনটি বিদেশী অর্থ লগ্নী সংস্থার পিছনে যে বিনোদ আদানি রয়েছেন, সেটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এর অর্থ হল, বিনোদ আদানির নিজের যা শেয়ার রয়েছে আদানি গোষ্ঠীতে, তার সঙ্গে যদি ওই তিনটি বিদেশী ফাণ্ডের লগ্নী যোগ করেন, তাহলে আদানি এন্টারপ্রাইজ এবং আদানি ট্রান্সমিশন - এই দুটি কোম্পানিতেই ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে প্রোমোটারদের শেয়ার দাঁড়াচ্ছে ৭৮। সিকিউরিটিজ কন্ট্রাক্টস (রেগুলেশান) অধিনিয়মের ১৯এ ধারা অনুযায়ী প্রোমোটার গোষ্ঠীর সর্বোচ্চ শেয়ার হতে পারে ৭৫। স্পষ্টতই আইন লঙ্ঘিত হয়েছে এখানে। নতুন করে আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ ওঠার পরে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বলছেন যে।থ সংসদীয় কমিটি গড়ে তদন্ত করতে হবে এই অনিয়মের। হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই বিরোধীরা যে।থ সংসদীয় কমিটি দিয়ে অনিয়মের তদন্ত করার দাবী করেছিল। সরকার সেই দাবী অবশ্য মানে নি। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে গে।তম আদানির সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তুলে মি. গান্ধী বলেছেন, কেন শুধু একজন ব্যক্তিকে এভাবে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন প্রধানমন্ত্রী? কারণ, এক ব্যক্তি, যিনি মি. মোদীর খুব কাছের মানুষ, তাকে নিজের শেয়ার দর বাড়ানোর জন্য কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ করতে দেওয়া হচ্ছে? সেই অর্থ দিয়েই ওই ব্যক্তি আবার দেশের বিমানবন্দর, বন্দর সব দখল করছেন। কেন এই ঘটনার তদন্ত হবে না? যে।থ সংসদীয় কমিটি দিয়েই এর তদন্ত করতে হবে। ওসিসিআরপির তোলা অভিযোগগুলি খণ্ডন করে কড়া বিবৃতি দিয়েছে আদানি গোষ্ঠী। তারা বলেছে এইসব অভিযোগ আগেই উঠেছিল, সেগুলোকেই ফের তুলে আনা হচ্ছে। আমরা স্পষ্টভাবে এইসব পুনরুজ্জীবিত অভিযোগ খণ্ডন করছি, বলেছে ওই শিল্প গোষ্ঠী। তারা বলেছে এই অভিযোগগুলি ১০ বছর আগে মীমাংসা হয়ে যাওয়া কিছু ঘটনা। সেই সময়ে রাজস্ব গোয়েন্দা বিভাগ অভিযোগের তদন্ত করেছিল বলে দাবী করেছে শিল্প গোষ্ঠীটি। নিরপেক্ষ বিচার সংস্থা এবং আপিল ট্রাইব্যুনাল - দুটিই নিশ্চিত করেছে যে লেনদেনগুলি আইন মোতাবেকই হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট আমাদের পক্ষে রায় দেওয়ায় বিষয়টি চূড়ান্তভাবে মীমাংসা হয়ে গেছে ২০২৩ সালের মার্চ মাসে, জানিয়েছে আদানি গোষ্ঠী। ওসিসিআরপির অভিযোগ সামনে আসার পর বৃহস্পতিবার আদানি গোষ্ঠীর শেয়ারের দাম অনেকটাই পড়ে যায়। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছিল যে বৃহস্পতিবার বাজার বন্ধ হওয়ার সময়ে আদানি গোষ্ঠীর মূল কোম্পানি, আদানি এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেডের শেয়ার দর ৫.২ পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু শুক্রবার কিছুটা হলেও দর বেড়েছে সংস্থার শেয়ারের।

পরিকাঠামোর উন্নয়নমূলক কাজের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কয়েকটি ট্রেন বাতিল, পথ পরিবর্তন ও সময় পুনর্নির্ধারণ করেছে

সব্যসাচী দে

মালিগাঁও ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনের অন্তর্গত একলাখি স্টেশনে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম চালু করার জন্য নন ইন্টারলকিং কাজের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি ট্রেনের চলাচল নীচের বিবরণ অনুযায়ী হয় বাতিল ও সময় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।
ট্রেনের বাতিলকরণ ঃ ১. ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৪৬৪১৫৪৬৩ নং (শিলিগুড়ি জং.বালুরঘাট শিলিগুড়ি জং) ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, ১৫৭০৯১৫৭১০নং (মালদা টাউন নিউ জলপাইগুড়ি মালদা টাউন) এক্সপ্রেস, ০৫৪২১০৫৪২২নং (মালদা টাউন বালুরঘাট মালদা টাউন) স্পেশাল, ০৫৭১৭০৫৭১৮নং (মালদা কোর্ট কাটিহার মালদা কোর্ট) স্পেশাল ও ১৩১৫৩১৩১৫৪নং (শিয়ালদহ মালদা টাউন শিয়ালদহ) এক্সপ্রেস ট্রেনের স্লিপ কোচগুলি বাতিল থাকবে।
ট্রেনের সময় পুনর্নির্ধারণ ঃ ১. ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে ১৩১৭৫নং. (শিয়ালদহ শিলচর) কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেস ট্রেনটির রওনা দেওয়ার সময় শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ০৬.৩৫ ঘণ্টার পরিবর্তে ০৮.৩৫ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও, নর্দান রেলওয়ের অধীনে লখনউ ডিভিশনের বারাণসী ইয়ার্ডে রিমডেলিং কাজের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সেকশন দিয়ে অতিক্রম করা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কয়েকটি ট্রেনের চলাচল নীচের বিবরণ অনুযায়ী হয় বাতিল অথবা পথ পরিবর্তন করা হয়েছে।
ট্রেনের বাতিলকরণ ঃ ১. ১১, ১৮, ২৫ সেপ্টেম্বর ও ০২, ০৯ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৩৬নং (গুয়াহাটি ওখা) দ্বারকা এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। ২. ১৫, ২২, ২৯ সেপ্টেম্বর ও ০৬, ১৩ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৩৫নং (ওখা গুয়াহাটি) দ্বারকা এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। ৩. ২০, ২৭, সেপ্টেম্বর ও ০৪, ১১ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৬৮নং (কামাখ্যা গান্ধীধাম) এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। ৪. ২৩, ৩০ সেপ্টেম্বর ও ০৭, ১৪ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৬৭নং (গান্ধীধাম কামাখ্যা) এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।
ট্রেনের পথ পরিবর্তন ঃ ১. ০৩ অক্টোবর থেকে ১৪ অক্টোবর, ২০২৩ পর্যন্ত যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ২০৫০৩২০৫০৫নং (ডিব্রুগড় নিউ দিল্লি) রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনটি ছাপরা, গোরখপুর জং., বরাবাংকি জং. ও লখনউ হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে। ২. ০৪ অক্টোবর থেকে ১৫ অক্টোবর, ২০২৩ পর্যন্ত যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ২০৫০৪২০৫০৬নং (নিউ দিল্লি ডিব্রুগড়) রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনটি লখনউ, বরাবাংকি জং., গোরখপুর জং. ও ছাপরা হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে। ৩. ০৭, ১৪, ২১, ২৮ সেপ্টেম্বর ও ০৫, ১২ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ১৯৩০৫নং. (ড. আম্বেদকর নগর কামাখ্যা) এক্সপ্রেস ও ০৩, ১০, ১৭, ২৪ সেপ্টেম্বর ও ০১, ০৮ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ১৯৩০৬নং. (কামাখ্যা ড. আম্বেদকর নগর) এক্সপ্রেস ট্রেনটি আত্রাউলি রোড, জাউনপুর জং., জাফরাবাদ জং. ও সুলতানপুর হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে। ৪. ১২, ১৯, ২৬ সেপ্টেম্বর ও ০৩, ১০ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ১৫৯৩৩নং. (নিউ তিনসুকিয়া অমৃতসর জং.) এক্সপ্রেস ও ১৫, ২২, ২৯ সেপ্টেম্বর ও ০৬, ১৩ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ১৫৯৩৪নং. (অমৃতসর জং. নিউ তিনসুকিয়া) এক্সপ্রেস ট্রেনটি আত্রাউলি রোড, জাউনপুর জং. ও শাহগঞ্জ জং. হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে। এছাড়াও, ০৯৫২৫০৯৫২৬নং. (ওখা নাহরলগুন ওখা) এক্সপ্রেসের পরিষেবা বিদ্যমান সময়সূচি, স্টপেজ ও গঠনের সাথে উভয় দিক থেকে আরও দুই ট্রিপের জন্য বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ০৫ ও ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে ০৯৫২৫নং (ওখা নাহরলাগুন) এক্সপ্রেস এবং ০৯ ও ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে ০৯৫২৬নং. (নাহরলাগুন ওখা) এক্সপ্রেস চলাচল করবে।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে বৃষ্টির সম্ভাবনা কতটুকু

কলকাতা ঃ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানে বরাবরই ভিন্ন এক উত্তাপ। এ ম্যাচের ওপর দেশ দুটির তো বটেই, চোখ থাকে বাকি ক্রিকেট বিশ্বেরও। ম্যাচের আগে থেকে শুরু হয় ক্রিকেটীয় বিশ্লেষণ এবং কথার লড়াই।

এবারও ভারত ও পাকিস্তানের এশিয়া কাপের ম্যাচ ঘিরে তৈরি হয়েছে রোমাঞ্চ। মাঠে যেমন খেলোয়াড়েরা প্রস্তুত হচ্ছেন, তেমনি মাঠের বাইরে দুই দেশের কিংবদন্তিরা খুলে বসেছেন নিজেদের অভিজ্ঞতার ঝুলি। কীভাবে খেললে ফল নিজেদের পক্ষে আসতে পারে, শিখিয়ে দিচ্ছেন সেই মন্ত্রও। তবে এত সব আয়োজন শেষ পর্যন্ত ভেস্তে যেতে পারে বেরসিক বৃষ্টিতে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে, আজ শ্রীলঙ্কার ক্যান্ডিতে ম্যাচের সময় বৃষ্টি হওয়ার জোর সম্ভাবনা আছে।

গুগলের আবহাওয়া প্রতিবেদন বলছে, আজ ম্যাচ চলাকালে ক্যান্ডির পাল্লেকেলে আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম ও এর আশেপাশের এলাকায় ৫৬ থেকে ৭৮ শতাংশ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ ছাড়া সারা দিন মেঘের আবরণে ঢাকা থাকতে পারে আকাশ। আজ ক্যান্ডির তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে থাকতে পারে।

আর ম্যাচের শুরুতে বাতাসে আর্দ্রতা থাকতে পারে ৯২ শতাংশ। এমনকি ম্যাচের এক ঘণ্টা আগে বৃষ্টি হওয়ার জোর সম্ভাবনা আছে। পূর্বাভাস অনুযায়ী, বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রায় ৮০ শতাংশ। বৃষ্টি হলে আউটফিল্ডে পানি জমবে। শেষ পর্যন্ত খেলা হলেও বৃষ্টি দুই দলের পরিকল্পনায় প্রভাব ফেলতে পারে।

তবে এ ক্ষেত্রে আশার বার্তা হতে পারে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ। সেদিনও বৃষ্টির জোর সম্ভাবনা ছিল এবং হয়েছেও। তবে কয়েক মিনিটের সেই বৃষ্টি ম্যাচের ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। এমনকি কাটা পড়েনি কোনো ওভারও। ক্রিকেটপ্রেমীদের প্রত্যাশা থাকবে সেদিনের মতো আজও বৃষ্টির সম্ভাবনা সত্যি না হোক। এটি ওয়ানডে ইতিহাসে ভারত-পাকিস্তানের ১৩৩তম ম্যাচ। এর আগের ১৩২ ম্যাচে পাকিস্তানের ৭৩ জয়ের বিপরীতে ভারতের জয় ৫৫টি। আর এশিয়া কাপের ওয়ানডে সংস্করণে দুই দল মুখোমুখি হয়েছে ১৩ বার। এখানে অবশ্য ভারতই এগিয়ে। ভারত জিতেছে ৭ ম্যাচে, পাকিস্তানের জয় ৫ ম্যাচে। যে একটি ম্যাচে ফল হয়নি, সেটা হয়েছিল শ্রীলঙ্কাতেই। না হওয়া ফলের তালিকায় আজকের ম্যাচটিও জায়গা করে নেয় কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা। যদি ভারত-পাকিস্তান উত্তাপে বৃষ্টি জল ঢেলে দেয়, তাহলে ক্রিকেটপ্রেমীদের মন খারাপ হওয়ারই কথা।

দলবদলের শেষ দিনে কে কোথায় গেলেন

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ শেষ হয়েছে ইউরোপীয় ফুটবলের শেষ দিনের দলবদল। শেষ দিনে এবার বড় কোনো চমকের দেখা মেলেনি। মোহাম্মদ সালাহর জন্য ১৫ কোটি পাউন্ডের প্রস্তাবেও গলানো যায়নি লিভারপুলের মন। শেষ দিনে গিয়ে দলবদল সম্পন্ন করেছেন জোয়াও ফেলিক্স, সোফিয়ান আমরাবাত, রান্দাল কোলো মুয়ানি এবং আনসু ফাতিসহ অনেক তারকা। অনেক সম্ভাবনা নিয়ে ২০১৯ সালে আতলেতিকো মাদ্রিদে আসেন পর্তুগিজ তারকা জোয়াও ফেলিক্স। তবে মাদ্রিদের ক্লাবটিতে প্রতিভার পূর্ণ স্ফূরণ ঘটাতে পারেননি এই তরুণ। এ বছর জানুয়ারির দলবদলে তাঁকে ধারে চেলসিতে পাঠায় আতলেতিকো। গত জুলাইয়ে বার্সেলোনায় খেলার ইচ্ছার কথা জানান ফেলিক্স। শেষ পর্যন্ত তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণ হলো। ধারে এবারের দলবদলের শেষ মুহূর্তে বার্সেলোনায় যোগ দিয়েছেন। বার্সায় ১৪ নম্বর জার্সি পরে খেলবেন।

সোফিয়ান আমরাবাত, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড দলবদলের শুরু থেকেই আলোচনায় ছিলেন মরক্কোর এই ফুটবল। বার্সেলোনা-লিভারপুলসহ একাধিক বড় ক্লাবের সঙ্গে জড়িয়ে তাঁর নামও শোনা গিয়েছিল। তবে ভবিষ্যৎ চূড়ান্ত করতে আমরাবাতকে অপেক্ষা করতে হয়েছে শেষ দিন পর্যন্ত। ধারে ফিওরেন্তিনা থেকে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে যোগ দিয়েছেন আমরাবাত। প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেছেন 'ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের খেলোয়াড় হওয়াটা দারুণ গৌরবের ব্যাপার।'

রান্দাল কোলো মুয়ানি, পিএসজি

বিশ্বকাপ ফাইনালের অতিরিক্ত সময়ের শেষ মুহূর্তে এমিলিয়ানো মার্তিনেজ ঠেকিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর শট। গোলের সুবর্ণ সুযোগ নষ্টের কারণে বিশ্বকাপের পর থেকে আলোচনায় আছেন রান্দাল কোলো মুয়ানি। তবে দলবদলের শুরু থেকে তাঁর ভবিষ্যৎ গন্তব্য নিয়েও অনেক গুঞ্জন শোনা গেছে। শেষ পর্যন্ত শেষ দিনেই পিএসজিতে নিজের ঠিকানা খুঁজে নিয়েছেন মুয়ানি। এইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুট থেকে ৯ কোটি ৩০ মিলিয়ন ইউরোতে পিএসজিতে যোগ দিয়েছেন এই ফরাসি তারকা।

জোয়াও কানসেলো, বার্সেলোনা

জোয়াও কানসেলোর বার্সেলোনায় যাওয়ার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল অনেক দিন ধরেই। সেই গুঞ্জনই শেষ পর্যন্ত সত্যি হলো। গতকাল ধারে যোগ দিয়েছেন বার্সায়। পেপ গার্দিওলার সঙ্গে সম্পর্কে অবনতি হওয়ায় গত জানুয়ারিতেই কানসেলো চলে যান বায়ার্নে। সেখানেও তিনি ধারেই খেলেছিলেন। এরপর মৌসুম শেষে ফিরে আসেন সিটিতে। এবার যোগ দিয়েছেন বার্সেলোনায়।

আনসু ফাতি, ব্রাইটন

এক সময় তাঁকে বার্সার ভবিষ্যৎ হিসেবে দেখা হয়েছিল। লিওনেল মেসির পরা ১০ নম্বর জার্সিও তুলে দেওয়া হয়েছিল তাঁর গায়ে। কিন্তু আনসু ফাতিকে শেষ পর্যন্ত হতাশা নিয়েই ছাড়তে হলো বার্সা। এক বছরের জন্য ধারে যোগ দিলেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব ব্রাইটনে। ২০ বছর বয়সী সম্ভাবনাময় এই তরুণের এখনো ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য বেশ সময় আছে। ব্রাইটনে নিজেকে মেলে ধরতে পারেন কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

কোল পালমার, চেলসি

ম্যান সিটির হয়ে যখনই মাঠে নেমেছেন আলো ছড়িয়েছেন ইংলিশ তরুণ কোল পালমার। অনেকের ধারণা ছিল, পালমারকে হয়তো নিজের কাছে রেখে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করবেন পেপ গার্দিওলা। তবে দলবদলের শেষ দিকে এসে তাঁকে চেলসির কাছে ছেড়ে দিয়েছে সিটি। সাত বছরের জন্য স্টামফোর্ড ব্রিজের ক্লাবটিতে যোগ দিয়েছেন পালমার। তাঁর জন্য প্রাথমিকভাবে চেলসির খরচ হয়েছে ৪০ মিলিয়ন পাউন্ড।

লিওনার্দো বোনুচ্চি, ইউনিয়ন বার্লিন

জুভেন্টাসের সঙ্গে লিওনার্দো বোনুচ্চির নামটা সমার্থকই হয়ে গিয়েছিল। মাঝে এক মৌসুমের জন্য এসি মিলানে যাওয়া বাদ দিলে ২০১০ সাল থেকে তুরিনের ক্লাবটিতেই ছিলেন বোনুচ্চি। এবার শুধু জুভেঃটাস নয়, ইতালিই ছেড়ে দিলেন এই কিংবদন্তি। ২০২৪ সাল পর্যন্ত জার্মান ক্লাব ইউনিয়ন বার্লিনে যোগ দিয়েছেন বোনুচ্চি। চ্যাম্পিয়নস লিগে বোনুচ্চির অভিজ্ঞতাকেই মূলত কাজে লাগাতে চায় ইউনিয়ন বার্লিন।

মাথেউস নুনেস, ম্যানচেস্টার সিটি

ম্যানচেস্টার সিটিতে যাওয়ার জন্য ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন মাথেউস নুনেস। ব্রাজিলে জন্ম নেওয়া পর্তুগিজ মিডফিল্ডারের ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত পূরণ হয়েছে। ৫ কোটি ৩০ লাখ পাউন্ডে তাঁকে উলভারহাম্পটনের কাছ থেকে কিনে নিয়েছে সিটি। নুনেসের নতুন ক্লাবে যোগ দেওয়ার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে ইংলিশ ফুটবলে এবারের গ্রীষ্মকালীন দলবদল।

ম্যাসন গ্রিনউড, হেতাফে

ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির অভিযোগের কারণে ২১ বছর বয়সী ম্যাসন গ্রিনউডের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। এরপর কোনো ক্লাব পাবেন কি না, তা নিয়েও ছিল শঙ্কা। এমনকি তাঁর সৌদি আরব পাড়ি জমানোর কথাও শোনা যাচ্ছিল। তবে দলবদলের শেষ মুহূর্তে স্প্যানিশ ক্লাব হেতাফেতে ধারে যোগ দিয়েছেন এই ইংলিশ স্ট্রাইকার।

রায়ান গ্রাভেনবার্চ, লিভারপুল

দলবদলের শেষ মুহূর্তে ২১ বছর বয়সী রায়ান গ্রাভেনবার্চ ৪ কোটি ইউরোতে বায়ার্ন মিউনিখ ছেড়ে যোগ দিয়েছেন লিভারপুলে। গত বছর ১ কোটি ৮৫ লাখ ইউরোতে কেনা গ্রাভেনবার্চকে লিভারপুলের কাছে বিক্রি করে প্রায় দ্বিগুণের বেশি লাভ করেছে বায়ার্ন। লিভারপুলে যোগ দেওয়ার প্রতিক্রিয়ায় গ্রাভেনবার্চ বলেছেন, 'আমি আনন্দিত যে চুক্তিটা সম্পন্ন হয়েছে। লিভারপুল বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্লাবগুলোর একটি।'

যেভাবে রোহিত-কোহলিকে বোকা বানিয়েছেন আফ্রিদি

মুম্বাই ঃ রোহিত শর্মা ফাঁদেই পড়লেন! টানা দুই বলে আউট সুইং, শাহিন শাহ আফ্রিদির বল দুটো ব্যাটে খেলার চেষ্টাই করলেন না রোহিত। ভারতীয় অধিনায়ক পরের বলটাও হয়তো আউট সুইংয়ের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। তবে আফ্রিদির ভাবনা ছিল ভিন্ন। তাঁর 'ডেডলি' ইনসুইংয়ে বল ব্যাট ও প্যাডের ফাঁকা জায়গা দিয়ে আঘাত হানে স্টাম্পে, বোল্ড রোহিত।

ভারত অধিনায়কের পর বিরাট কোহলিকেও ফিরিয়েছেন আফ্রিদি। কোহলিকে ফেরাতে অবশ্য উইকেটের কিছুটা সাহায্য পেয়েছেন। উইকেটে পেসের তারতম্য থাকায় কোহলি শট খেলেছেন আগে। আফ্রিদির স্টাম্পের বাইরের শর্ট ডেলিভারিতে হয়েছেন কোহলি ইনসাইড এজড হয়ে বোল্ড। এই প্রথম এক ইনিংসে রোহিত, কোহলি দুজনকেই বোল্ড করলেন কেউ।

বাঁহাতি পেসারদের সামনে রোহিত-কোহলির দুর্বলতা নতুন কিছু নয়। ওয়ানডেতে ২০২১ সালের পর থেকে বাঁহাতি পেসারদের বিপক্ষে রোহিতের গড় মাত্র ২৩, আউট হয়েছেন ছয়বার। একই সময়ে কোহলির গড় আরও কম ২১.৭৫। এই সময়ে কোহলি আউট হয়েছেন চারবার।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের আগে থেকেই রোহিতকে আফ্রিদির বল বাড়তি সতর্কতার সঙ্গে খেলতে বলেছিলেন অনেক ক্রিকেট-বিশ্লেষক। ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এই শাহিনের ইয়র্কারে তিনি এলবিডব্লু হয়েছিলেন। তারও আগে ২০১৭ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ফাইনালে একইভাবে আউট হয়েছিলেন মোহাম্মদ আমিরের বলে। এবার অবশ্য রোহিত এলবিডব্লু হননি। আফ্রিদি কয়েকবারই ইয়র্কার দিয়ে রোহিতের ডিফেন্স ভাঙার চেষ্টা করলেও পারেননি।

আফ্রিদির করা প্রথম দুই ওভার বেশ ভালোভাবেই সামলেছেন ভারতীয় অধিনায়ক। এরপর বৃষ্টিতে কিছুক্ষণ খেলা বন্ধ থাকাতেই হয়তো মনোযোগ কিছুটা সরে যায় রোহিতের। ওয়ানডেতে এবারই প্রথমবার রোহিতকে আউট করেছেন আফ্রিদি। এর আগে ২০১৮ সালে এশিয়া কাপের ম্যাচে আফ্রিদির বিপক্ষে ১৯ বলে ১৮ রান করেছিলেন রোহিত। ওয়ানডে ক্রিকেটে কোহলির বিপক্ষে এবারই প্রথম বল করেছেন আফ্রিদি। ২ বল করেই ফিরিয়েছেন ৪৬টি ওয়ানডে সেঞ্চুরির মালিককে।

আফ্রিদির দুর্দান্ত বোলিংয়ে এশিয়া কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ভারত অনেকটাই ব্যাকফুটে। প্রথম স্পেলে ৫ ওভার বল করে ১৪ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন আফ্রিদি। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ভারতের সংগ্রহ ১৭ ওভারে ৪ উইকেটে ৮৯ রান। অন্য দুটি উইকেট নিয়েছেন পেসার হারিস রউফ।

চরম তাপমাত্রা ও অন্ধকার গর্ত : চাঁদের দক্ষিণ মেরু নিয়ে যত রহস্য

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক)ঃ চাঁদের রহস্যময় দক্ষিণ মেরু থেকে নতুন নতুন চিত্র প্রকাশ করছে ভারতের চন্দ্রযান৩। ভবিষ্যতে সে জায়গায় মিশনের পরিকল্পনা করছে যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং রাশিয়া। কী কারণে চাঁদের এই দক্ষিণ মেরু এতটা আকর্ষণীয়? উত্তর খুঁজেছেন বিবিসি ফিউচারের জনাথান ও'কালাহ্যান।

এটি এমন এক জায়গা যেখানে মানুষের তৈরি কোনও কিছু আগে যায়নি। গত সপ্তাহে ক্ষুদ্র প্রজ্ঞান রোভারটি তার মাদারশিপ বিক্রম ল্যান্ডার থেকে একটি র‍্যাম্প দিয়ে নিচে নেমে আসে এবং চাঁদের দক্ষিণ মেরুর চারপাশে অনুসন্ধান শুরু করে।

হিমশীতল, ছড়ানো ছিটানো গর্তে ভরা চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করা প্রথম মহাকাশযান এটি। ১৯৬০ এবং ৭০-এর দশকে অ্যাপোলো মিশনগুলি প্রাথমিকভাবে চাঁদের বিষুবরেখা বা মাঝ বরাবর টার্গেট করেছিল।

ভারতের চন্দ্রযান৩ মিশন থেকে ল্যান্ডারটি চাঁদের দক্ষিণ মেরু থেকে প্রায় ৬০০ কিলোমিটার দূরে অবতরণ করেছে।

এর দু'দিন আগেই রাশিয়ার লুনা২৫ মহাকাশযান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে। সেই ব্যর্থ প্রচেষ্টার পরপরই ভারতের সফল অবতরণকে মানুষের চাঁদে যাওয়ার তৎপরতার প্রথম ধাপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই দশকের শেষ দিকে মানুষ চাঁদে বিচরণ করবে এমন পরিকল্পনা রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা বা নাসার। এটি অবিশ্বাস্য যে এমন ঘটছে, বলছিলেন যুক্তরাজ্যের দ্য ওপেন ইউনিভার্সিটির একজন গ্রহ বিষয়ক বিজ্ঞানী সিমিওন বারবার।

ভারত, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও চীন - সবার নজর এখন চাঁদের দক্ষিণ মেরুর দিকে। এর পেছনে একটা উদ্দেশ্য হলো, সেখানের রহস্যঘেরা পরিবেশ সম্পর্কে অনুসন্ধান। এছাড়া যা পাওয়া যাবে সেটা কাজে লাগানোও হয়তো একটা উদ্দেশ্য।

দক্ষিণ মেরুতে এমন কী রয়েছে যেটা মানুষের জন্য আকর্ষণীয়?

সুটকেসের আকৃতির মতো রোভারটি যে অদ্ভুত পরিবেশে রয়েছে সেটা সম্পর্কে বেশ কিছু চমকপ্রদ তথ্য দিয়েছে।

চাঁদের ধুলোমাখা পথে প্রজ্ঞান রোভারটি প্রতি সেকেন্ডে ১ সেন্টিমিটার (০.৪ ইঞ্চি) পার করতে করতে এর মাদারশিপ থেকে বেশ কয়েক মিটার দূরে চলে এসেছে। পথে এর সেন্সর চাঁদের মাটি কিছুটা খুঁড়েও দেখেছে। তাতে তাপমাত্রার তফাতের এক অদ্ভুত চিত্র সামনে এসেছে। যেখানে চন্দ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মত উত্তপ্ত, সেখানে মাত্র ৮০ মিলিমিটার বা ৩ ইঞ্চির মতো নিচে তাপমাত্রা মাইনাস ১০ ডিগ্রিতে নেমেছে, যেটা একেবারে হিমশীতল। এটা বিজ্ঞানীদেরও 'অবাক' করেছে।

অবশ্য চাঁদের চরম তাপমাত্রা সম্পর্কে আগেই ধারণা দিয়েছে নাসা। এর নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখা বরাবর দিনের বেলা তাপমাত্রা ১২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো থাকে, আর রাতের বেলা সেটা মাইনাস ১৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নেমে যেতে পারে। মেরু অঞ্চলে এই তাপমাত্রা আরও কম বলা হয়। যেমন উত্তর মেরুর একটি গর্তে মাইনাস ২৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে যা সৌরজগতে পরিমাপযোগ্য তাপমাত্রার মধ্যে সর্বনিম্ন।

মহাকাশযানে থাকা যন্ত্রাংশের রাসায়নিক বিশ্লেষণ বলছে চাঁদের মাটিতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম, ক্যালসিয়াম আয়রন, টাইটানিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম এবং অক্সিজেনের উপস্থিতি রয়েছে।

এই দুটি প্রাথমিক অনুসন্ধান ইঙ্গিত দেয় - কেন বিজ্ঞানীরা চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলটি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী।

উত্তর-দক্ষিণ মেরু বরাবর যে মেরুরেখায় পৃথিবী ঘোরে সেটা ২৩.৫ ডিগ্রি কাত হয়ে থাকে, তবে চাঁদের ক্ষেত্রে সেটা ১.৫ ডিগ্রি। এর অর্থ চাঁদের মেরুর বেশ কিছু গর্ত বা গহ্বরে কখনো আলোই পৌঁছায় না। কখনও কখনও তেমন গর্তকে 'অনন্ত অন্ধকারের গর্ত' বলে ডাকা হয়। এমন পরিবেশ আর নিম্ন তাপমাত্রা থেকে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন সেখানে প্রচুর পরিমাণে বরফ জমা রয়েছে যার অনেকটাই পানি থেকে তৈরি।

কোটি কোটি বছর ধরে সঞ্চিত হয়েছে এমন বরফ। হয় সে বরফ মাটির সাথে মিশে আছে, অথবা চন্দ্রপৃষ্ঠে উন্মুক্ত অবস্থাতেই আছে।

সে বরফ নভোচারীদের জন্য এক ধরণের সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এবং আশা করা হচ্ছে তা ভবিষ্যতে আরও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ভিত্তি হতে পারে।

এটা একটা অনন্য জায়গা এবং পানির সহজলভ্যতা এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বলছিলেন ভারতের নয়াদিল্লিতে জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক সৌমিত্র মুখার্জি।

এর সবচেয়ে জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায় ২০০৯ সালে। সে সময় নাসা পরীক্ষামূলকভাবে একটি খালি রকেট ইচ্ছা করে দক্ষিণ মেরুর তেমন একটি গর্তে ফেলে দেয়।

সে পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণ মেলে যে চাঁদে জলের বরফ থাকতে পারে বলছিলেন মার্গারেট ল্যান্ডিস, যিনি যুক্তরাষ্ট্রের বোল্ডার কলোরাডো ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানী। মেরুতে উচ্চ প্রতিফলনের তথ্য ও উচ্চমাত্রায় হাইড্রোজেনও বরফের অস্তিত্ব থাকার দিকেই নির্দেশ করে। গত বছর ক্যালিফোর্নিয়ার নাসার এমস রিসার্চ সেন্টারের বিজ্ঞানী উইলিয়াম রিচ নাসার পুরনো সোফিয়া টেলিস্কোপ নিয়ে প্লেনে করে চাঁদের পর্যবেক্ষণ করেন। সেই চিত্র অনুযায়ী যেখানে হাইড্রোজেনের প্রমাণ মেলে তার বেশ কাছেই এখন চন্দ্রযান৩ ঘোরাফেরা করছে।

বরফ বা জলের অস্তিত্ব থাকাটাই চাঁদের দক্ষিণ মেরুর মূল আকর্ষণের জায়গা। সেখানে ভারতের চন্দ্রযানের বিচরণ বিজ্ঞানীদের জন্য সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে যেন তাদের আগের নানা ধারণা বা তত্ত্বের উপর অন্তত পরীক্ষা করতে পারেন, বলছিলেন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর প্রাক্তন প্রকৌশলী আঁচল শর্মা যিনি এখন ইতালির একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করছেন। চাঁদের 'অন্ধকার গহ্বর'গুলোও বিশেষ কৌতুহল জাগানোর মতো যেগুলোকে বলা হচ্ছে 'চিরস্থায়ী ছায়াচ্ছন্ন এলাকা। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে উত্তর মেরুর চেয়ে অনেক বেশি গহ্বর রয়েছে। সেটা হয়তো বিভিন্ন উল্কাপিণ্ডের আঘাতে হতে পারে যেটা দক্ষিণ মেরুকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।

সেসব ছায়াচ্ছন্ন গহ্বরের তাপমাত্রা মাইনাস ২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নামতে পারে যেটা বরফ খোঁজার আদর্শ জায়গা হতে পারে।

নাসার একটি রোভার যান ২০২৪ সালের শেষের দিকে তেমন গহ্বরে ঢুকে অভিযান চালানোর কথা। ভাইপার নামের সে অভিযানে যানটি হেডলাইটের আলো ফেলে রহস্য উন্মোচন করতে নামবে।

সেই মিশনে বুঝা যাবে সেগুলো কি 'বরফের আস্ত আস্ত টুকরো' নাকি 'বালির সাথে মিশে থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিস্টাল' - বলছিলেন ভাইপারের প্রজেক্ট ম্যানেজার নাসার এমস রিসার্চ সেন্টারের ড্যান অ্যান্ড্রুজ।

অবশ্য এমন গহ্বরে ভাইপারের আগে মাইক্রোনোভা হপার নামে আমেরিকার আরেকটি অভিযান করার কথা। তবে ভাইপারের মতো শক্তিশালী যন্ত্রপাতি এর থাকবে না। যেমন মাটি খোঁড়ার সক্ষমতা। যদিও এটা লাফ দিয়ে তেমন গহ্বরে নামতে পারবে যাতে করে ভেতরের একটা প্রাথমিক চিত্র পাওয়া যাবে।

চাঁদের দক্ষিণ মেরুকে কেন্দ্র করে যথেষ্ট প্রতিযোগিতাও আছে। যেমন জাপানের সাথে পার্টনারশিপে ভারত চন্দ্রযান৪ পাঠাবে। চীন সেখানে অবতরণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে এবং রাশিয়ার আরেকটি দক্ষিণ মেরু মিশনের পরিকল্পনা রয়েছে।

যে বরফ বা জলের অস্তিত্ব নিয়ে এতো আগ্রহ সেটা সত্যিই অনেক বেশি হলে চাঁদে মানুষের বসতি স্থাপন ও সৌরজগতের আরও দূরে অনুসন্ধানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হতে পারে। চাঁদের মাটি থেকে বরফ তুলে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনে ভাঙ্গা গেলে সেটা রকেটের জ্বালানির মূল উপাদান অথবা মানুষের বসতির জন্য খাবার জল ও অক্সিজেনের উৎস হতে পারে।

আমরা হয়তো রকেটে রিফুয়েলিং-এর জন্য ডিপোতে যথেষ্ট জ্বালানি রাখতে পারবো এবং সৌরজগতের বাইরের দিকে যাওয়া-আসা করতে পারবো, বলছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো স্কুল অফ মাইনসের ভূতত্ত্বের সহকারী অধ্যাপক কেভিন ক্যানন।

তার মতে চাঁদের সেসব জায়গায় বছরে ৯০ পর্যন্ত আলোকিত থাকে সেখানে মাটি থেকে অক্সিজেন বা অ্যালুমিনিয়াম প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য ভালো সৌরশক্তি পাওয়া সম্ভব।

মহাকাশের গভীরে ভ্রমণ বা চাঁদে বসবাস স্বপ্নের মতো মনে হলেও সেটাকে খুব দূরের কোনও কল্পনাও বলা যায় না। ২০২৫ সালে স্পেস এক্সে করে নাসার আর্টেমিস থ্রি মিশনের মধ্য দিয়ে প্রায় অর্ধশতক পর চাঁদে মানুষের অবতরণের পরিকল্পনা রয়েছে।

অন্যান্য সম্ভাব্য ব্যবহারযোগ্য খনিজ পদার্থ এবং ধাতু থাকার সম্ভাবনাও রয়েছে যেগুলো আহরণ ও ব্যবহার করতে এবং মহাকাশচারীদের সেখানে থাকতে অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে।

চাঁদের জলের উৎস নিয়েও বিজ্ঞানীদের আগ্রহ কম না। সে জল আসতে পারে কোটি কোটি বছর আগে আগ্নেয়গিরি থেকে, উল্কাপিণ্ড বা ধূমকেতু থেকে।

এছাড়া চীনের চ্যাংগ'ই৪ রোভার চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছে একটি বিশাল গর্তের প্রমাণ পেয়েছে , যেটা সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা আরও জানতে আগ্রহী।

আরও অনেক প্রশ্নের উত্তর জানা বাকি। চন্দ্রযান৩ সবে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার শুরুটা করছে। আরও যত জানা যাবে, মানবজাতি ততই সামনের দিকে এক ধাপ করে এগোতে থাকবে।

টুকরো খবর

ইসলামপুরের নাম উজ্জ্বল করে অনুজ নন্দী জড়িয়ে রয়েছেন ইসরোর এই চন্দ্রাভিযানের সঙ্গে

উত্তর দিনাজপুর ঃ চাঁদের মাটি স্পর্শ করলো চন্দ্রযান ৩। দেশবাসীর সঙ্গে সেই মুহূর্তের অপেক্ষায় প্রহর গুনছিলেন ইসলামপুর শহরের এক মা। স্থানীয় ভূমিপুত্র অনুজ নন্দী জড়িয়ে রয়েছেন ইসরোর এই চন্দ্রাভিযানের সঙ্গে।ছেলের পরিশ্রম যাতে সফল হয়, চন্দ্রযান উৎক্ষপণের পর থেকেই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন অনুজের মা শোভারানি নন্দী। তিনি বলেন, ''দিনরাত ঠাকুরকে ডেকেছি । ওর পরিশ্রম যেন সফল হয়েছে। ঈশ্বরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।'অনুজের কাকা হরেকৃষ্ণ নন্দী বলেন, ''পেশায় সাফল্য পেলেও, পরিবারকে ভোলেনি। পরিবারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। ভাইপো সফল হয়েছে ।'' স্থানীয় কাউন্সিলরের প্রতিনিধি সঞ্জয় দত্ত বলেন অনুজ নন্দী সাধারণ ঘরের ছেলে। সেখান থেকে সে যেভাবে চন্দ্রযান ৩ বিক্রম লেন্ডার এর ক্যামেরা কাজ করেছেন তাতে আমরা ইসলামপুরবাসী হিসেবে গর্বিত। তিনি ইসলামপুরের নাম উজ্জ্বল করেছেন

পুলিশের ভয় দেখে বাড়ি থেকে সোনার গয়না লুঠ

কলকাতা ঃ বাড়িতে এসে গৃহস্থের এক মহিলাকে তার স্বামী পুলিশে আটক হয়েছে এই ভয় দেখিয়ে বাড়ি থেকে লুট করে নিলো বেশ কিছু সোনার গহনা। ঘটনাটি ঘটেছে চিত্তরঞ্জন থানা এলাকা থেকে ২০০ মিটার দূরে ৫৪ নম্বর রাস্তার একুশের এ কোয়াটারে। জানাজায় যে চিত্তরঞ্জনের বাসিন্দা এক মহিলাকে ভয় দেখিয়ে প্রায় লক্ষাধিক টাকার সোনার গহনা সহ পাঁচ হাজার টাকা নগদ লুট করে নিয়ে যায় এক দুষ্কৃতী।প্রতারিত মহিলার নাম জগদেশ্বরী দেবী তিনি জানান যখন সে বাড়িতে ছিলেন সেই সময় এক ব্যক্তি তার বাড়ির দরজা ঠকঠক করে।তখন সে দরজা খুলতেই ওই ব্যক্তি মহিলাকে বৌদি বলে ডাকেন এবং তার স্বামীর বন্ধু ও অফিসের স্টাফ পরিচয় দিয়ে জানান আপনার স্বামীকে ও অফিসের দুইজন এস.এস.কে পুলিশ আটক করে রেখেছে আমি কোন রকমে লুকিয়ে চলে এসেছি।কারণ তিনি যে শপে কাজ করে যেখানে বহু সামগ্রী সহ জরুরি তথ্য চুরি হয়ে গেছে তাই পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে তাছাড়া এখানেও পুলিশ আসতে পারে। তাই আপনার আধার কার্ড প্যান কার্ড ব্যাংকের বই সহ যা যা সোনা ও রুপার গহনা রয়েছে সব সরিয়ে ফেলতে হবে।পুলিশ এলে সেগুলো বাজেয়াপ্ত করে নিতে পারে। কিন্তু তখন ওই মহিলা জানান আমার এক পরিচিত কে একবার ফোন করে দেখি তবে ওই ব্যক্তি মহিলাকে ফোন করতে বাধা দেয়। তখন ওই ব্যক্তি জানান এখন কাউকে জানাজানি করবেন না ,না হলে আরো সমস্যায় পড়তে পারেন তাই ওই মহিলা কাউকে ফোন না করে ওই ব্যক্তির কথা মত ফোন রেখে দেন এবং তিনি বলেন এসব কোথায় লুকাবো তখন ঐ ব্যক্তি কথার ছলে ওই মহিলাকে বলেন ঠিক আছে তাহলে আমাকে সবকিছু দিয়ে দিন আমি রেখে দেবো সে কথা বলতে ওই মহিলা তার স্বামীর বিপদের কথা চিন্তা করে কোন কিছু না ভেবেই তার কাছে থাকা নগদ পাঁচ হাজার টাকা একটি সোনার চেন,দুটি কানের ,একটি মঙ্গলসূত্র, একটি রুপার বাটি ওই ব্যক্তির হাতে তুলে দেন।তবে মহিলার স্বামী যখন ওই ব্যাক্তি যাবার কিছুক্ষণ এর মধ্যেই ডিউটি থেকে বাড়িতে ফেরেন এবং জানতে পারেন যে এসব কিছুই হয়নি তাকে কেউ বোকা বানিয়ে সমস্ত কিছু লুট করে নিয়ে যাই। এরপরেই ওই মহিলা ও তার স্বামী চিত্তরঞ্জন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। চিত্তরঞ্জন পুলিশ সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

টাউন২ তৃণমূল কংগ্রেস নাবালক খুনের বিরুদ্ধে মোমবাতি মিছিল বের করে

শিলিগুড়ি ঃ মাটিগাড়াতে নিহত স্কুল ছাত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ও প্রকৃত দোষী কে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবিতে আজ টাউন২ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক মোমবাতি মিছিল সুভাষপল্লি হাতি মোড় থেকে বেরিয়ে শহর প্রধান প্রধান সড়ক অতিক্রম করেন।মিছিলের অগ্র ভাগে দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র বেদব্রত দত্ত সহ মিলি সিনহা মদন ভট্টাচার্য দীপক শীল ও অন্যান্যরা এই মিছিলে পা মেলান।

পঞ্চায়েত নির্বাচন সংক্রান্ত মামলার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতে মেখলিগঞ্জে পৌঁছেছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

কোচবিহার ঃ পঞ্চায়েত ভোট সংক্রান্ত একটি মামলার স্টং রুমের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতে মেখলিগঞ্জ ছুটলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। স্ট্রং রুমে অসঙ্গতি করা হয়েছে এই নিয়ে কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ এলাকার নির্দল সহ মোট ১০ জন অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। আজ সেই মামলা উঠেছিল বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এর এজলাসে। এজলাসে জমা দেওয়া ভিডিও ফুটেজ খুলছিলোনা। তখন বিচারপতিকে বলা হয় মেখলিগঞ্জে একটি সফটওয়্যার আছে যা দিয়ে এই ফুটেজ খোলা যাবে। এইকথা শুনবার পর বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন তিনি এখনই মেখলিগঞ্জ যাবেন। এরপর তিনি বিকেল ৩.৪০ নাগাদ মেখলিগঞ্জ বেরিয়ে যান।

সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য ঠেকাতে সরকার কি কিছু করছে?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে বাজারব্যবস্থার প্রসঙ্গ উঠলে একইসাথে আলোচনায় আসে 'সিন্ডিকেট' শব্দটি। সিন্ডিকেট বলতে একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মিলে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া বা নির্দিষ্ট স্বার্থ হাসিলকে বোঝানো হয়। এ কাজ ভালো কিংবা খারাপ দুটোই হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে সিন্ডিকেট বলতে মূলত ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট বোঝায় এবং এই শব্দটি নেতিবাচক অর্থেই ব্যবহার হয় আসছে। যেখানে এক দল ব্যবসায়ী বাজারে আধিপত্য বিস্তার করে ইচ্ছামতো পণ্যের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে এবং দাম বাড়িয়ে অবৈধভাবে মুনাফা অর্জন করে। অভিযোগ আছে এরকম ব্যবসায়ীরা অনেক সময় বাজারে পণ্যের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে। অর্থাৎ পণ্যের উৎপাদনে কোনও ঘাটতি না থাকা এবং সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক থাকার পরও তারা গুদামজাত করে এবং সংকটের কথা বলে বেশি দামে বিক্রি করে। এতে ভোক্তার জীবনযাত্রার ব্যয় লাগামহীনভাবে বেড়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে কিছুদিন পর পর কোন না কোন পণ্য সিন্ডিকেটের খপ্পরে পড়ছে। কখনও মুরগী, পেঁয়াজ, আটা, সয়াবিন তেল, কাঁচা লংকা, ডিম এমনকি ডাব ও রোগীকে দেয়া স্যালাইনও বাদ যাচ্ছে না। সব মিলিয়ে সিন্ডিকেট এখন একটি নিয়মিত এবং আতঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দাম বাড়ানোর পেছনে কোভিড মহামারীর সময় সরবরাহ সংকট, রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ, জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি, ডলার সংকট নাহলে সরবরাহ সংকট এমন নানা ইস্যুকে অজুহাত হিসেবে সামনে আনা হয়। কিন্তু ভোক্তা স্বার্থের পক্ষে কাজ করে এমন সংস্থাগুলো এক্ষেত্রে সিন্ডিকেটের কারসাজির কথা উল্লেখ করে। সরকারের একাধিক মন্ত্রী সিন্ডিকেটের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও ক্রেতাকে সুরক্ষা দিতে তাদের কঠোর কোন তৎপরতা দেখা যায়নি। বরং তাদের বিভিন্ন সময়ে বক্তব্যে ধারণা করা যায় যে, এই কারসাজিতে সরকারই অসহায় হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে গত ২৬শে জুন সংসদ অধিবেশন চলাকালে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার অভিযোগে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের নেতাদের কঠোর সমালোচনা ও ক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন। মন্ত্রী এমন সমালোচনার জবাবে বলেছিলেন, 'চাইলে জেলজরিমানাসহ বাজার সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব। এটা ঠিক যে বড় বড় গ্রুপগুলো একসঙ্গে অনেক বেশি ব্যবসা করে। আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার আমরা জেলে ভরলাম, জরিমানা করলাম, সেটা হয়তো করা সম্ভব। কিন্তু তাতে হঠাৎ করে যে ক্রাইসিসটা তৈরি হবে সেটা সইতে তো আমাদের কষ্ট হবে। এজন্য আমরা আলোচনার মাধ্যমে নিয়মের মধ্যে থেকে চেষ্টা করি মন্ত্রী বলেছিলেন। কিন্তু এখন এসে সেই বক্তব্য থেকে ইউটার্ন নিয়েছেন মন্ত্রী। বুধবার এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি দাবি করেছেন যে, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারে সিন্ডিকেট আছে এমন কথা তিনি বলেননি। তিনি বলেছেন, বাজারে সিন্ডিকেট আছে, সিন্ডিকেট ভাঙব এ ধরনের কোনও কথা তো আমি বলিনি। এর আগে মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিন্ডিকেট নিয়ে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, 'সিন্ডিকেট থাকলে তা ভাঙা যাবে না, এটা কোনও কথা না।' এ পর্যায়ে, প্রধানমন্ত্রী জানতে চান সিন্ডিকেটে হাত দেওয়া যাবে না কোন মন্ত্রী বলেছেন। জবাবে বাণিজ্যমন্ত্রীর কথা উঠে এলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি বাণিজ্যমন্ত্রীকে ধরবো তো। যদিও বাণিজ্যমন্ত্রী বলেছেন প্রধানমন্ত্রীর সাথে তার দীর্ঘ বৈঠক হলেও তিনি তার কাছে এ বিষয়ে কিছু জানতে চাননি।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
রবিবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
03:09:2023

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

কিলোমিটার প্রতি খরচ ১৯১ কোটি ঢাকায় এক্সপ্রেসওয়ে যানজট কমাবে?

ঢাকা : সড়ক পরিবহনে ভোগান্তি কমাতে দীর্ঘমেয়াদী যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তার মধ্যে প্রথম থেকেই আলোচনায় আছে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে। প্রকল্প হাতে নেবার এক যুগেরও বেশি সময় পর ২ সেপ্টেম্বর উদ্বোধন হতে যাচ্ছে এক্সপ্রেসওয়েটি। উদ্বোধনের পর বিমানবন্দর থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত সাড়ে ১১ কিলোমিটার রাস্তা ব্যবহারের জন্য চালু করা হবে। প্রকল্পের শুরু থেকেই বলা হয়েছিল, ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ঢাকা ইপিজেড ও উত্তরবঙ্গের সঙ্গে চট্টগ্রাম বন্দরের যোগাযোগ সহজ হওয়ার পাশাপাশি ঢাকার যানজট নিরসনে এক্সপ্রেসওয়েটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। তবে এত কম দূরত্বের এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে বিশাল অংকের খরচ নিয়ে আছে সমালোচনা। নির্বাচন সামনে রেখে পুরোপুরি কাজ শেষ হবার আগেই এক্সপ্রেসওয়েটি চালু করলেও যানজট নিরসনে এটা কতটুকু ভূমিকা রাখবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের দেয়া তথ্যমতে ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

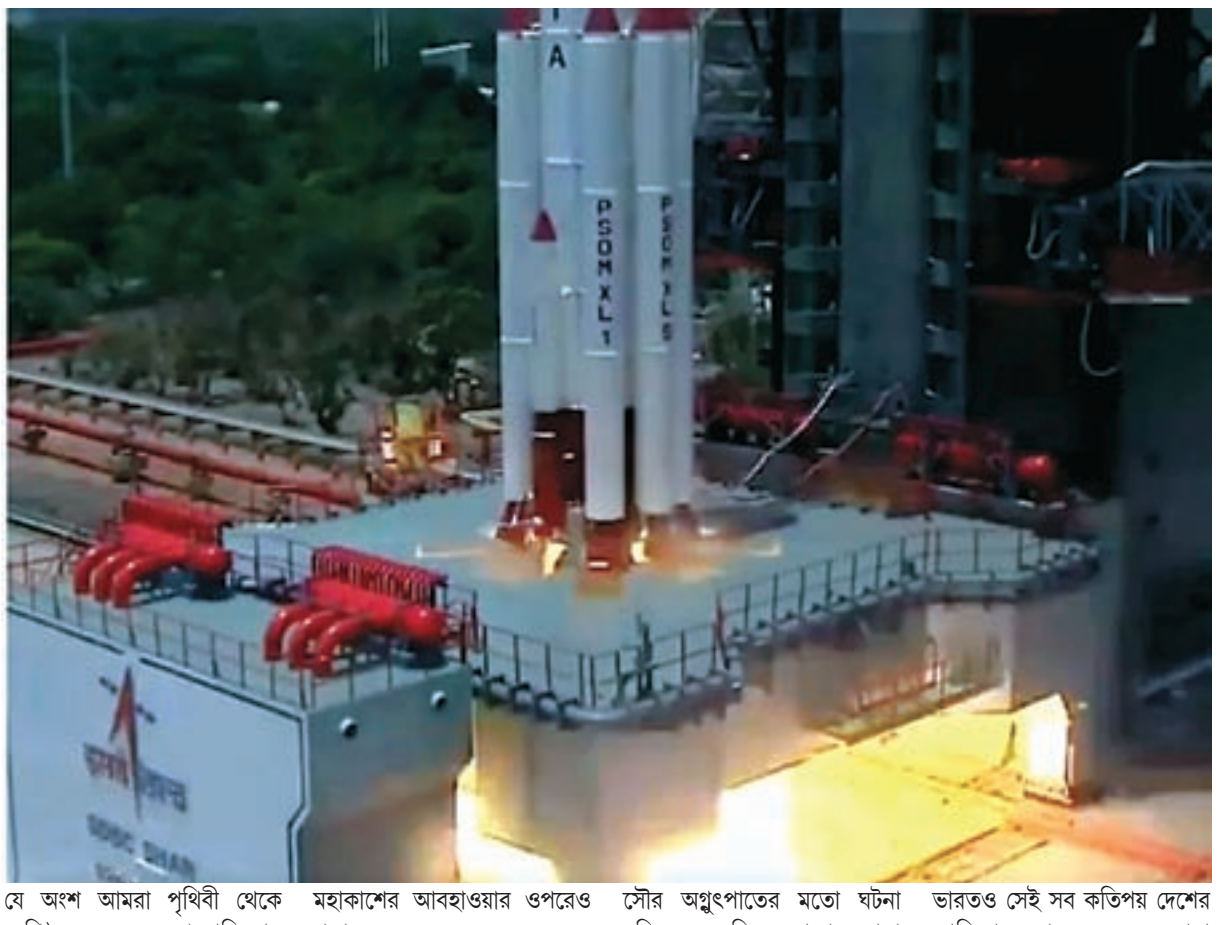

সূর্যের দিকে যাচ্ছে ভারতের মহাকাশযান আদিত্য - সেখানে গিয়ে কী করবে?

শ্রীহরিকোটা (এজেন্সী) : ভারত তার প্রথম সূর্যাভিযান শুরু করেছে। দেশটির প্রথম সূর্য পর্যবেক্ষণ মিশন 'আদিত্য এল ১' শনিবার শ্রীহরিকোটা থেকে স্থানীয় সময় বেলা ১১টা ৫০ মিনিটে উৎক্ষিপ্ত হয়। আদিত্য সূর্যের আরেক নাম।

সূর্যের বায়ুমণ্ডল সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করবে আদিত্য। পরবর্তী চার মাস ধরে যাত্রা করে সূর্য আর পৃথিবীর মধ্যে একটি 'হ্যালো' কক্ষপথের ল্যাগ্রেঞ্জ পয়েন্ট বা এল১ পয়েন্টে স্থাপন করা হবে আদিত্যকে । ল্যাগ্রেঞ্জ পয়েন্টকে সূর্যের পথে যাওয়ার মাঝে একটি পার্কিং লট বলে বর্ণনা করা হয়। পৃথিবী থেকে ওই ল্যাগ্রেঞ্জ পয়েন্টের দূরত্ব ১৫ লক্ষ কিলোমিটার। এই দূরত্ব অবশ্য পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব, ১৫.১ কোটি কিলোমিটারের মাত্রই এক শতাংশ।

ল্যাগ্রেঞ্জ পয়েন্ট হল এমন একটি জায়গা, যেখানে সূর্য এবং পৃথিবীর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বল একসঙ্গে কাজ করে, ফলে এই অঞ্চলে পৌঁছে মহাকাশযান স্থির থাকতে পারে। উপগ্রহটি স্থির থাকার কারণে সামান্যই জ্বালানি লাগে। এমনকি সূর্যগ্রহণের সময়েও সূর্যের দিকে নজর রেখে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় ল্যাগ্রেঞ্জ পয়েন্ট থেকে।

তবে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর আগে মহাকাশযানটি পরবর্তী ১৬ দিন পৃথিবীর চারপাশে ঘুরবে।

কত খরচ হচ্ছে সূর্যাভিযানে?

মিশনের খরচ কত হবে তা ইসরো জানায়নি, তবে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলি বলছে সূর্যাভিযানের জন্য খরচ হচ্ছে প্রায় পে।নে চারশো কোটি ভারতীয় টাকা।

ইসরো বলেছে যে অরবিটারে সাতটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র রয়েছে যা সৌর করোনা (সবচেয়ে বাইরের স্তর) ফটোস্ফিয়ার (সূর্যের পৃষ্ঠ বা যে অংশ আমরা পৃথিবী থেকে দেখি) এবং ক্রোমোস্ফিয়ার (প্লাজমার একটি পাতলা স্তর যা ফটোস্ফিয়ার এবং করোনার মধ্যে থাকে), তিনটি অংশেই নিবিড় পর্যবেক্ষণ চালাবে।

আদিত্যর পাঠানো তথ্য থেকে সৌর বায়ুচলাচল, সৌর শিখা আর পৃথিবী কাছাকাছি মহাকাশের আবহাওয়াতে সেগুলির প্রভাব সংক্রান্ত গবেষণা চালাতে পারবেন।

'যে নক্ষত্রের ওপরে আমাদের জীবন নির্ভর করে...'

ইসরোর প্রাক্তন বিজ্ঞানী মাইলাস্বামী আন্নাদুরাই জানাচ্ছেন যে, বিকিরণ, তাপ এবং কণা ও চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের প্রবাহের মাধ্যমে সূর্য ক্রমাগত পৃথিবীর আবহাওয়াকে প্রভাবিত করে। আবার একই সঙ্গে সেটি মহাকাশের আবহাওয়ার ওপরেও প্রভাব ফেলে।

তার কথায়, মহাকাশের আবহাওয়া আবার স্যাটেলাইটগুলির কার্যকারিতার ক্ষেত্রেও একটা ভূমিকা পালন করে। সৌর বায়ু বা ঝড় স্যাটেলাইটের ইলেকট্রনিক্সকে প্রভাবিত করতে পারে, এমনকি বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাও ভেঙে দিতে পারে। মহাকাশ আবহাওয়া সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের মধ্যে ফাঁক রয়েছে, বিবিসিকে বলেছেন মি. আন্নাদুরাই।

মি. আন্নাদুরাই বলেছেন, যে নক্ষত্রটির ওপরে আমাদের জীবন নির্ভর করে, সেই সূর্যকে আরও ভালভাবে বুঝতে আর আগাম সতর্কতা দিতেও সাহায্য করবে আদিত্য মহাকাশযানটি।

তিনি বলছেন, সৌর বায়ু বা সৌর অগ্নুৎপাতের মতো ঘটনা যদি কয়েকদিন আগে জানা আমাদের উপগ্রহগুলিকে সরিয়ে নিয়ে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে সাহায্য করবে আদিত্য। মহাকাশে আমাদের উপগ্রহগুলির আয়ুও বাড়বে।

যে নক্ষত্রটি পুরো সে।রজগতকে একসঙ্গে ধরে রেখেছে, সেই সূর্য সম্পর্কে আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তো বাড়বেই, বলছিলেন মি. আন্নাদুরাই।

ভারতের মহাকাশে ৫০টিরও বেশি স্যাটেলাইট রয়েছে। সেগুলির মাধ্যমে যোগাযোগের ব্যবস্থা, আবহাওয়া সম্পর্কিত তথ্য, কীটপতঙ্গের উপদ্রব, খরা এবং আসন্ন দুর্যোগের পূর্বাভাস দেওয়ার মতো ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা পাওয়া যায়।

আদিত্য এল১ মিশন সফল হলে, ভারতও সেই সব কতিপয় দেশের তালিকায় নাম তুলবে, যারা ইতিমধ্যেই সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করছে।

জাপান ১৯৮১ সালে প্রথম এধরণের মিশন শুরু করেছিল, এরপর নাসা এবং ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সি ১৯৯০ সাল থেকে সূর্যকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করছে।

নাসা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যৌথভাবে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে একটি 'সোলার অরবিটার' উৎক্ষেপণ করে, যেটি সূর্যের কাছাকাছি থেকে তথ্য সংগ্রহ করছে।

আবার নাসার নতুন মহাকাশযান 'পার্কার সোলার প্রোব' ২০২১ সালে সূর্যের বাইরের বায়ুমণ্ডল, করোনার মধ্য দিয়ে প্রথম উড়ে ইতিহাস তৈরি করেছিল।

উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান

সিউল (এজেন্সী) : গত সপ্তাহে পিয়ংইয়ং এর একটি গুপ্তচর উপগ্রহ উৎক্ষেপণের প্রচেষ্টা ব্যার্থ হয়। এর পর, যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান নতুন করে উত্তর কোরিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে যাচ্ছে। এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকবে উত্তর কোরিয়ার গণবিধ্বংসী অস্ত্র এবং ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচিতে সহায়তা করে এমন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। পিয়ংইয়ং এর পক্ষ থেকে গুপ্তচর উপগ্রহ উৎক্ষেপণের বিষয়ে এই বছরে এটি দ্বিতীয় প্রচেষ্টা।

এছাড়া, এ সপ্তাহের গোঁড়ার দিকে উত্তর কোরিয়ার একটি সামরিক মহড়া চালায়। এই মহড়ায়, পুরো দক্ষিণ কোরিয়া দখল এবং কৌশলগত পারমাণবিক হামলার অনুশীলন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের নিষেধাজ্ঞা এই মহড়ার সঙ্গেও সম্পর্কিত।

শুক্রবার দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রক বলেছে, দেশটি উত্তর কোরিয়ার রিউ কিয়ং প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি এবং তার প্রধান রিউ কিয়ংচোল ও চীনের শাখা কার্যালয়ের আরো চারজনসহ সেই ফার্মের সাথে যুক্ত পাঁচ ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

মন্ত্রকের মতে, দক্ষিণ কোরিয়া হলো প্রথম দেশ, যারা উত্তর কোরিয়াকে স্যাটেলাইট এবং মনুষ্যবিহীন আকাশযান তৈরিতে সহায়তা করার মতো কাজের জন্য দায়ী ব্যক্তি এবং কোম্পানির নাম উল্লেখ করে তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রক শুক্রবার বলেছে, তারা উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক এবং ক্ষেপণাস্ত্র উন্নয়নে জড়িত তিনটি গ্রুপ এবং চারজন ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। জাপানের প্রধান মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাতসুনো হিরোকাজু মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সংবাদদাতাদের বলেন, তার সরকার উত্তর কোরিয়ার পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় রক্ষা করবে। ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ বিভাগ বৃহস্পতিবার এক পৃথক নিষেধাজ্ঞার ঘোষণায়, রাশিয়া ভিত্তিক দুজন ব্যক্তি জন জিন ইয়ং, সের্গেই মিখাইলোভিচ কোজলব এবং এন্টেলেক্ট এলএলসি নামের একটি প্রতিষ্ঠানকে নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত করেছে।

উত্তর কোরিয়ার অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির কার্যকলাপ মোকাবেলায়, দেশ তিনটি তাদের মিত্রদের সাথে কাজ চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে। উত্তর কোরিয়ার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তির ব্যবহারকে তারা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন হিসেবে উল্লেখ করেছে।

ভারতে জিটুয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলন : নিরাপত্তায় থাকবে এন্টি ড্রোন সিস্টেম, ১ লাখ ৩০ হাজার কর্মকর্তা

নয়া দিল্লি (এজেন্সী) : এই মাসে ভারতের নয়াদিল্লিতে জিটুয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে বিশ্বের ক্ষমতাশালী নেতারা সমবেত হবেন। আর, এ সম্মেলন উপলক্ষে প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার নিরাপত্তা কর্মকর্তা কাজ করবেন। এই সম্মেলন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্য, তার প্রভাব প্রতিফলনের সুযোগ এবং বিশ্ব মঞ্চে দেশটির ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি প্রমাণ এর চিহ্ন বহন করে। দুই দিনের এই শীর্ষ সম্মেলন শুরু হবে ৯ সেপ্টেম্বর। সম্মেলনে যোগ দেবেন উচ্চতর ব্যক্তিত্বের অতিথি। এত বেশি সংখ্যক উচ্চতর ব্যক্তিত্বকে, ভারত এর আগে এক সঙ্গে স্বাগত জানায়নি।অতিথি তালিকায় রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন থেকে শুরু করে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক এবং সৌদি আরবের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমান। তবে, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এই সম্মেলন এড়িয়ে যেতে পারেন বলে নয়াদিল্লি ও বেইজিং এর সূত্রগুলো জানিয়েছে। জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স এবং জার্মানির নেতারাও এতে যোগ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, ইউক্রেনের যুদ্ধের জন্য পশ্চিমের সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। পুতিন বলেছেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ শীর্ষসম্মেলনে তার প্রতিনিধিত্ব করবেন। জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, বিশ্বব্যাংক, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধানরা সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে, বিশ্বের অন্যতম জনবহুল শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত, প্রগগতি ময়দান নামে একটি সম্মেলন ও প্রদর্শনী কেন্দ্রে।এটি একটি বিস্তৃত পরিসরের, সংস্কার করা সম্মেলন কেন্দ্র। রাজধানী শহর তুলনামূলকভাবে শান্ত। তবে, সম্প্রতি, গত মাসে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে পার্শ্ববর্তী শিল্প শহর গুরুগ্রামে। এ ঘটনায় অন্তত সাতজন নিহত হয়। সপ্তাহান্তে অনুষ্ঠেয় শীর্ষ সম্মেলনের সময় নয়াদিল্লির সীমান্ত নিবিড়ভাবে পাহারা দেয়া হবে এবং শহরে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীবিরোধী বিক্ষোভ, কঙ্গোতে নিহত অন্তত ৪৩

কঙ্গো (এজেন্সী) : জাতিসংঘের শান্তিরক্ষীদের বিরুদ্ধে চলমান একটি বিক্ষোভ সেনাবাহিনী দমন করার চেষ্টার সময় কঙ্গোর পূর্বাঞ্চলীয় শহর গোমায় অন্তত ৪৩ জন নিহত হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এই হতাহতের সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে বলে ধারণা করছে জাতিসংঘের কর্মকর্তারা।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, কঙ্গোর একজন পুলিশ কর্মকর্তার ওপর হামলার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর কঙ্গোয় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশন এবং অন্যান্য বিদেশি সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয়। যদিও ওই ভিডিও যাচাই করে দেখতে পারেনি রয়টার্স।

এরপর কঙ্গোর সেনাবাহিনী জোর করে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করলে সহিংসতা শুরু হয়। বুধবার এই ঘটনা ঘটে।

সরকারি একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই ঘটনায় অন্তত ৪৩ জনের মৃত্যু হয়েছে আর অন্তত ৫৬ জন আহত হয়েছে। সহিংসতার ঘটনায় ১৫৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে সেনাবাহিনী।

জেনিভায় একটি সংবাদ সম্মেলনে জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয়ের মুখপাত্র রাভিনা শামদাসানি বলেছেন, ''পুলিশের একজন কর্মকর্তাসহ ৪৩ জন নিহত হওয়ার ঘটনা আর ৫৬ জন আহত হওয়ার খবরে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি।''

তিনি আভাস দেন, হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে তারা খবর পাচ্ছেন।

রয়টার্স জানিয়েছে, সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ট্রাকের ভেতরে মৃতদেহ স্তূপ করে রাখছে সেনা সদস্যরা। পরে কনভয় বা সেনাবাহিনীর গাড়ি বহরের সঙ্গে সেই ট্রাক নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যদিও এই ভিডিও সত্যতা যাচাই করে দেখা সম্ভব হয়নি।

আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের গোমা শাখার প্রধান অ্যানেসিলভি লিন্ডার বলেছেন, বিক্ষোভের ঘটনার পর থেকে তার ক্লিনিকে ছুরিকাঘাত এবং গুলির ক্ষত নিয়ে অসংখ্য মানুষ চিকিৎসা নিতে এসেছে।

মনুসকো নামে পরিচিত কঙ্গোয় নিয়োজিত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী একটি বিবৃতিতে তাদের শোক প্রকাশ করেছে। সহিংসতার ঘটনায় তারা সতর্ক অবস্থায় রয়েছে বলেও জানিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'কঙ্গোর কর্তৃপক্ষের প্রতি আমরা আহবান জানাচ্ছি যেন তারা এই ঘটনার দ্রুত তদন্ত এবং নিরপেক্ষ তদন্ত করে। যাদের আটক করা হয়েছে, তাদের সাথে মানবিক ব্যবহার এবং তাদের অধিকারের প্রতি সম্মান জানানোর জন্যও অনুরোধ করছি।'

দশকের পর দশক ধরে চলা মিলিশিয়া বাহিনীর সহিংসতা থেকে বেসামরিক মানুষজনকে নিরাপত্তা জাতিসংঘের শান্তিরক্ষীরা ব্যর্থ হয়েছে, এমন অভিযোগে গত বছর থেকে তাদের বিরুদ্ধে প্রথম বিক্ষোভ শুরু হয়।

গত বছরের জুলাই মাসের ওই বিক্ষোভে ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল যাদের মধ্যে তিনজন শান্তিরক্ষীও নিহত হয়েছিলেন। সেই সময় গোমা এবং বুতেমবো শহরে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল।

গত জুলাই মাসেই মালির সরকারের দাবিতে সেদেশ থেকে শান্তিরক্ষা মিশন বন্ধ করে দেয় জাতিসংঘ।

কঙ্গোয় জাতিসংঘের এই মিশনের নাম ইউনাইটেড ন্যাশন্স অর্গানাইজেশন স্ট্যাবিলাইজেশন মিশন ইন দ্যা ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব দি কঙ্গো বা মনুসকো।

গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশটিতে প্রথম এই শান্তিরক্ষা মিশনের যাত্রা শুরু হয় ২০১০ সালের পহেলা জুলাই থেকে। তাদের মূল দায়িত্ব বেসামরিক নাগরিকের সুরক্ষা দেয়া, মানবাধিকার কর্মীদের যেকোনো সহিংসতা থেকে রক্ষা করা এবং শান্তি রক্ষায় কঙ্গোর সরকারকে সহায়তা করা।

জাতিসংঘের তথ্য অনুযী, গত ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত এই শান্তিরক্ষা মিশনে মোট ১৭ হাজার ৭৫৩ জন সদস্য রয়েছে। তাদের মধ্যে সৈন্য রয়েছে ১২ হাজার ৩৭৯ জন আর পুলিশ রয়েছে ১ হাজার ৫৯৭ জন। তাদের বাকিদের মধ্যে আছে মিশনের নানা বিষয়ের বিশেষজ্ঞ, সামরিক পর্যবেক্ষক, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং বেসামরিক সদস্যরা।

সৈন্যবাহিনীতে তৃতীয় সর্বোচ্চ সৈনিক রয়েছে বাংলাদেশের, এক হাজার ৬৪০ হন। তবে সৈন্য সংখ্যার দিক থেকে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে ভারতও পাকিস্তান, যথাক্রমে ১, ৮৩৪ জন আর ১, ৭৬৭ জন।

পুলিশের সংখ্যার দিক থেকেও সেনেগাল আর মিশরের পরেই রয়েছে বাংলাদেশের পুলিশের অবস্থান। কঙ্গোয় গত ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের ২১১ জন পুলিশ সদস্য মোতায়েন ছিলেন।